গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

গঠনতন্ত্র
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

প্রকাশক
আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ
সেক্রেটারী জেনারেল
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ- মে ১৯৮০

২৭তম মুদ্রণ-
কার্তিক- ১৪১৫
অক্টোবর-২০০৮
শাওয়াল-১৪২৯

মূল্যঃ নেট ২০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণেঃ
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

Constitution, Bangladesh Jamaat-e-Islami
27th Edition, October-2008

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এই গঠনতন্ত্র ১৯৭৯ ঈসায়ী সনের ২৬শে মে সদস্য (রুকন) সম্মেলনে গৃহীত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন সময় কেন্দ্রীয় শূরার অধিবেশনে গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হয় এবং সংশোধিত আকারে বিভিন্ন সংস্করণে প্রকাশিত হয়।

-প্রকাশক

সংশোধনী

১ম সংশোধনী (১৫-২১ ডিসেম্বর, ১৯৮১)। ২য় সংশোধনী (২৮-৩০ নভেম্বর, ১৯৮৩)। ৩য় সংশোধনী (২১-২৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৪)। ৪র্থ সংশোধনী (৫-৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৬)। ৫ম সংশোধনী (৮-১০ জুন, ১৯৮৮)। ৬ষ্ঠ সংশোধনী (১৮-২২ ডিসেম্বর, ১৯৮৮)। ৭ম সংশোধনী (১৯-২২ জুন, ১৯৯০)। ৮ম সংশোধনী (২৮-৩১ জুলাই, ১৯৯১)। ৯ম সংশোধনী (২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩)। ১০ম সংশোধনী (১০-১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৪)। ১১শ সংশোধনী (১৭-১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৮)। ১২শ সংশোধনী (৯-১০ ডিসেম্বর, ২০০৪)। ১৩শ সংশোধনী (অনুমোদন সাপেক্ষে)।

মুদ্রণ

১ম মুদ্রণ (মে ১৯৮০)। ২য় মুদ্রণ (মার্চ ১৯৮২)। ৩য় মুদ্রণ (অক্টোবর ১৯৮৫)। ৪র্থ মুদ্রণ (ডিসেম্বর ১৯৮৬)। ৫ম মুদ্রণ (জানুয়ারী ১৯৮৯)। ৬ষ্ঠ মুদ্রণ (আগষ্ট ১৯৯০)। ৭ম মুদ্রণ (জুলাই ১৯৯২)। ৮ম মুদ্রণ (জুলাই ১৯৯৩)। ৯ম মুদ্রণ (এপ্রিল ১৯৯৫)। ১০ম মুদ্রণ (অক্টোবর ১৯৯৯)। ১১শ মুদ্রণ (জুলাই ২০০০)। ১২শ মুদ্রণ (জুলাই ২০০১)। ১৩শ মুদ্রণ (নভেম্বর ২০০১)। ১৪শ মুদ্রণ (মার্চ ২০০২)। ১৫শ মুদ্রণ (আগষ্ট ২০০২)। ১৬শ মুদ্রণ (জানুয়ারী ২০০৩)। ১৭শ মুদ্রণ (সেপ্টেম্বর ২০০৩)। ১৮শ মুদ্রণ (মার্চ ২০০৪)। ১৯শ মুদ্রণ (মার্চ ২০০৫)। ২০তম মুদ্রণ (জুন ২০০৫)। ২১তম মুদ্রণ (অক্টোবর ২০০৫)। ২২তম মুদ্রণ (মার্চ ২০০৬)। ২৩তম মুদ্রণ (জুন ২০০৬)। ২৪তম মুদ্রণ (ডিসেম্বর ২০০৬)। ২৫তম মুদ্রণ (সেপ্টেম্বর ২০০৭)। ২৬তম মুদ্রণ (জুলাই-২০০৮) ২৭তম মুদ্রণ (অক্টোবর ২০০৮)।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৭
প্রথম অধ্যায়	
নাম ও কেন্দ্রীয় দফতর	৮
মৌলিক আক্বীদা	৮
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	১১
স্থায়ী কর্মনীতি	১২
দাওয়াত	১৩
স্থায়ী কর্মসূচি	১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	
সদস্য (রুকন) হওয়ার শর্তাবলী	১৪
সদস্য (রুকন) হওয়ার নিয়ম	১৪
সদস্যের (রুকনের) দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৫
তৃতীয় অধ্যায়	
সাংগঠনিক স্তর	১৭
কেন্দ্রীয় সংগঠন	১৭
কেন্দ্রীয় সদস্য (রুকন) সম্মেলন	১৭
আমীরে জামায়াত	১৭
আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব, কর্তব্য, ক্ষমতা ও অধিকার	১৯-২০
আমীরে জামায়াতের অপসারণ	২১
কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা	২১
কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন	২৩
কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার কর্তব্য ও ক্ষমতা	২৩-২৪
কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ	২৫-২৬
নায়েবে আমীর	২৬
সেক্রেটারী জেনারেল	২৭

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ২৮
বিভাগীয় সেক্রেটারীবৃন্দ ২৮
জিলা সংগঠন **২৮**
জিলা আমীর ২৯
জিলা আমীরের নির্বাচন ও অব্যাহতি ২৯
জিলা আমীরের কর্তব্য ২৯
জিলা আমীরের ক্ষমতা ৩০
জিলা মজলিসে শূরা ৩১
জিলা মজলিসে শূরার অধিবেশন ৩১
জিলা আমীর ও জিলা মজলিসে শূরার সম্পর্ক ৩২
জিলা মজলিসে শূরার কর্তব্য ও ক্ষমতা ৩২-৩৩
জিলা কর্মপরিষদ ৩৩
জিলা নায়েবে আমীর ৩৪
জিলা সেক্রেটারী ৩৪
উপজিলা/থানা সংগঠন **৩৪**
উপজিলা/থানা আমীর ৩৫
উপজিলা/থানা আমীর নির্বাচন ও অব্যাহতি ৩৫
উপজিলা/থানা মজলিসে শূরা ৩৬
উপজিলা/থানা কর্মপরিষদ ৩৭
উপজিলা/থানা সেক্রেটারী ৩৭
ইউনিয়ন/পৌরসভা সংগঠন **৩৮**
ইউনিয়ন/পৌরসভা আমীর ৩৮
ইউনিয়ন/পৌরসভা মজলিসে শূরা ৩৯
ইউনিয়ন/পৌরসভা কর্মপরিষদ ৩৯
ইউনিয়ন/পৌরসভা সেক্রেটারী ৩৯

চতুর্থ অধ্যায়
মহিলা বিভাগ **৪০**
কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগ ৪০
জিলা মহিলা বিভাগ ৪২
উপজিলা/থানা মহিলা বিভাগ ৪৩

পঞ্চম অধ্যায়
পদচ্যুতি, বহিষ্কার ও বহিষ্কার পদ্ধতি ৪৫-৪৬
অধঃস্তন সংগঠন সাসপেন্ড করা বা ভাঙ্গিয়া দেওয়া ৪৬
জামায়াতে মতবিরোধের সীমা ৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায়
বাইতুলমাল ৪৮
বাইতুলমালের আয়ের উৎস ৪৮
বাইতুলমালের অর্থ ব্যয় ৪৯

সপ্তম অধ্যায়
সমালোচনা, জিজ্ঞাসাবাদ ও কার্যবিধি প্রণয়ন ৫০

অষ্টম অধ্যায়
নির্বাচন কমিশন ৫১
নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় ৫১
শপথ ৫২

নবম অধ্যায়
গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা, সংশোধন ৫৪
প্রয়োগ ৫৪

পরিশিষ্ট
সদস্যপদের (রুকনিয়াতের) শপথনামা ৫৫
আমীর/নায়েবে আমীরের শপথনামা ৫৬
কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্যের শপথনামা ৫৭
সেক্রেটারী জেনারেল, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও উপজিলা/থানা সেক্রেটারীর শপথনামা ৫৮
অধঃস্তন সংগঠনের মজলিসে শূরা সদস্যের শপথনামা ৫৯
প্রধান/সহকারী নির্বাচন পরিচালকের শপথনামা ৬০
মহিলা মজলিসে শূরা সদস্যের শপথনামা ৬১
মহিলা কর্মপরিষদ সদস্যের শপথনামা ৬২
অমুসলিম সদস্য/সদস্যার শপথনামা ৬৩
পরিশিষ্ট-১০ ৬৪

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

ভূমিকা

যেহেতু আল্লাহ ব্যতীত নিখিল সৃষ্টির কোন ইলাহ নাই এবং নিখিল বিশ্বের সর্বত্র আল্লাহর প্রবর্তিত প্রাকৃতিক আইনসমূহ একমাত্র তাঁহারই বিচক্ষণতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্বের সাক্ষ্য দান করিতেছে;

যেহেতু আল্লাহ মানুষকে খিলাফতের দায়িত্ব সহকারে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন এবং মানব রচিত মতবাদের অনুসরণ ও প্রবর্তন না করিয়া একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের অনুসরণ ও প্রবর্তন করাকেই মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন;

যেহেতু আল্লাহ তাঁহার প্রদত্ত জীবন বিধানকে বাস্তব রূপদানের নির্ভুল পদ্ধতি শিক্ষাদান ও উহাকে বিজয়ী আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছেন;

যেহেতু বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূল এবং আল্লাহর প্রেরিত আল-কুরআন ও বিশ্বনবীর সুন্নাহই হইতেছে বিশ্ব মানবতার জীবনযাত্রার একমাত্র সঠিক পথ--সিরাতুল মুস্তাকীম;

যেহেতু ইহকালই মানব জীবনের শেষ নয় বরং মৃত্যুর পরও রহিয়াছে মানুষের জন্য এক অনন্ত জীবন যেখানে মানুষকে তাহার পার্থিব জীবনের ভাল ও মন্দ কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হইবে এবং সঠিক বিচারের পর জান্নাত বা জাহান্নাম রূপে ইহার যথাযথ ফলাফল ভোগ করিতে হইবে;

যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করিয়া জাহান্নামের আযাব হইতে নাজাত এবং জান্নাতের অনন্ত সুখ ও অনাবিল শান্তি লাভের মধ্যেই মানব জীবনের প্রকৃত সাফল্য নিহিত;

যেহেতু আল্লাহর বিধান ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি দিক ও বিভাগে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই মানুষ পার্থিব কল্যাণ ও আখিরাতের সাফল্য অর্জন করিতে পারে;

যেহেতু স্বাধীন বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ এবং বাংলাদেশের জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়া বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম জাতি–রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিয়াছে;

সেহেতু এই মৌলিক বিশ্বাস ও চেতনার ভিত্তিতে ইসলামী সমাজ গঠনের মহান উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর এই গঠনতন্ত্র প্রণীত ও প্রবর্তিত হইল।

প্রথম অধ্যায়

নাম, মৌলিক আক্বীদা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, স্থায়ী কর্মনীতি, দাওয়াত এবং স্থায়ী কর্মসূচি

নাম ও কেন্দ্রীয় দফতর

ধারা-১

এই সংগঠনের নাম হইবে **"বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী"**।

ইহার কেন্দ্রীয় দফতর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

মৌলিক আক্বীদা

ধারা-২

ইসলামের মৌলিক আক্বীদা ...

(লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।

ব্যাখ্যাঃ (ক) এই আক্বীদার প্রথমাংশ অর্থাৎ আল্লাহর একমাত্র ইলাহ হওয়া এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও ইলাহ না হওয়ার অর্থ এই যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু আছে সেই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, মা'বুদ এবং প্রাকৃতিক ও বিধিগত সার্বভৌম সত্তা হইতেছেন একমাত্র আল্লাহ। এই সবের কোন এক দিক দিয়াও কেহই তাঁহার সহিত শরীক নাই।

এই মৌলিক সত্য কথাটি জানিয়া ও মানিয়া লইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনিবার্যরূপে গ্রহণ করিতে হয়।

১। মানুষ আল্লাহ ব্যতীত আর কাহাকেও নিজের পৃষ্ঠপোষক, কার্য সম্পাদনকারী, প্রয়োজন পূরণকারী, বিপদ দূরকারী, ফরিয়াদ শ্রবণকারী ও গ্রহণকারী এবং সাহায্যদাতা ও রক্ষাকর্তা মনে করিবে না। কেননা তিনি ব্যতীত আর কাহারও নিকট কোন ক্ষমতা নাই।

২। আল্লাহ ব্যতীত আর কাহাকেও কল্যাণকারী মনে করিবে না, কাহারও সম্পর্কে অন্তরে ভীতি অনুভব করিবে না, কাহারও উপর নির্ভর করিবে না, কাহারও প্রতি কোন আশা পোষণ করিবে না এবং এই কথা বিশ্বাস করিবে না যে, আল্লাহর অনুমোদন ব্যতীত কাহারও উপর কোন বিপদ-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মুসীবত আপতিত হইতে পারে। কেননা সকল প্রকার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহরই।

৩। আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও নিকট দোয়া বা প্রার্থনা করিবে না, কাহারও নিকট আশ্রয় খুঁজিবে না, কাহাকেও সাহায্যের জন্য ডাকিবে না এবং আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় কাহাকেও এতখানি প্রভাবশালী বা শক্তিমান মনে করিবে না যে, তাহার সুপারিশে আল্লাহর ফায়সালা পরিবর্তিত হইতে পারে। কেননা তাঁহার রাজ্যে সকলেই ক্ষমতাহীন প্রজা মাত্র।

৪। আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও সম্মুখে মাথা নত করিবে না এবং কাহারও উদ্দেশ্যে মানত মানিবে না। কেননা এক আল্লাহ ব্যতীত ইবাদত (দাসত্ব, আনুগত্য ও উপাসনা) পাইবার অধিকারী আর কেহই নাই।

৫। আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহাকেও বাদশাহ, রাজাধিরাজ ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মানিয়া লইবে না, কাহাকেও নিজস্বভাবে আদেশ ও নিষেধ করিবার অধিকারী মনে করিবে না, কাহাকেও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধানদাতা ও আইন প্রণেতা মানিয়া লইবে না এবং আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁহার দেওয়া আইন পালনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় এমন সকল আনুগত্য মানিয়া লইতে অস্বীকার করিবে। কেননা স্বীয় সমগ্র রাজ্যের নিরঙ্কুশ মালিকানা ও সৃষ্টিলোকের সার্বভৌমত্বের অধিকার আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারও আসলেই নাই।

উপরিউক্ত আক্বীদা অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও মানিয়া লওয়া আবশ্যকঃ

১। মানুষ স্বীয় স্বাধীন ইচ্ছা ও আযাদী কুরবানী করিবে, নফসের ইচ্ছা-বাসনার দাসত্ব পরিত্যাগ করিবে এবং যে আল্লাহকে ইলাহ মানিয়া লইয়াছে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র তাঁহারই বান্দাহ ও দাস হইয়া জীবন যাপন করিবে।

২। নিজেকে কোন কিছুরই স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন মালিক মনে করিবে না বরং স্বীয় জীবন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মানসিক ও দৈহিক শক্তি তথা সবকিছুকে আল্লাহর মালিকানাধীন ও তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত আমানত মনে করিবে।

৩। নিজেকে আল্লাহর নিকট দায়ী ও জবাবদিহি করিতে বাধ্য মনে করিবে,

শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে যে, পরকালে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে এই সব বিষয়ের হিসাব অবশ্যই দিতে হইবে।

৪। আল্লাহর যাহা পছন্দ তাহাকেই নিজের পছন্দ এবং যাহা তাঁহার অপছন্দ তাহাকেই নিজের অপছন্দ রূপে গ্রহণ করিবে।

৫। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁহার নৈকট্য লাভকেই নিজের যাবতীয় চেষ্টা সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং নিজের সমগ্র তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গ্রহণ করিবে।

৬। স্বীয় নৈতিক চরিত্র, আচার-ব্যবহার এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড, এক কথায় জীবনের সর্ববিষয়ে কেবল আল্লাহর বিধানকেই একমাত্র হিদায়াত হিসাবে মানিয়া লইবে এবং আল্লাহর দেওয়া শরীয়তের বিপরীত যাবতীয় নিয়ম-নীতি ও পন্থা-পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করিবে।

ব্যাখ্যা: (খ) এই আক্বীদার দ্বিতীয় অংশ- হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল হওয়ার অর্থ এই যে, বিশ্বের একমাত্র বাদশাহর (আল্লাহর) পক্ষ হইতে বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে একমাত্র নির্ভুল হিদায়াত ও আইন-বিধান প্রেরিত হইয়াছে এবং এই হিদায়াত ও আইন-বিধান অনুযায়ী কাজ করিয়া পূর্ণাঙ্গ বাস্তব নমুনা কায়েম করিবার জন্যই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

যাঁহারা এই পরম সত্য ও প্রকৃত বিষয়কে জানিয়া ও মানিয়া লইবেন তাঁহাদের কর্তব্য হইবে:

১। হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হইতে যেই হিদায়াত ও আইন-বিধান প্রামাণ্য সূত্রে পাওয়া যাইবে তাহা দ্বিধাহীন ও অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করা;

২। কোন কাজে উদ্যোগী হওয়া বা কোন নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ হইতে বিরত থাকিবার জন্য আল্লাহর রাসূলের নিকট হইতে প্রাপ্ত আদেশ ও নিষেধকেই যথেষ্ট মনে করা;

৩। আল্লাহর রাসূল ব্যতীত অপর কাহারও স্বয়ংসম্পূর্ণ নেতৃত্ব মানিয়া না লওয়া, কেননা অন্য কাহারও আনুগত্য হইতে হইবে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের অধীন;

৪। জীবনের সকল ব্যাপারেই আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতকে অকাট্য প্রামাণ্য, বিশ্বস্তসূত্র ও নির্ভুল জ্ঞানের একমাত্র উৎসরূপে গণ্য করা। যেইসব ধারণা, খেয়াল, বিশ্বাস কিংবা নিয়ম-নীতি ও পন্থা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

উহার (কুরআন ও সুন্নাহ) বিপরীত তাহা পরিত্যাগ করা এবং কোন সমস্যার সমাধান প্রয়োজন হইলে তাহার জন্য হিদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে ও এই উৎসের দিকেই ধাবিত হওয়া;

৫। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক, বংশীয় ও জাতিগত, দলীয় ও সম্প্রদায়গত, আঞ্চলিক ও ভাষাগত তথা সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ ও বিভেদ হইতে মন-মগজকে মুক্ত ও পবিত্র করিয়া লওয়া এবং কাহারও ভালবাসা বা অন্ধ ভক্তিতে এমনভাবে বন্দী না হওয়া যাহার দরুন উহা রাসূলের উপস্থাপিত সত্যের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তির উপর জয়ী কিংবা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইতে পারে;

৬। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন চরিতকে কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা এবং উহাকে সকল ব্যাপারে সত্যের একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে মানিয়া লওয়া। আল্লাহর রাসূল ব্যতীত আর কাহাকেও ভুলের ঊর্ধ্বে মনে না করা, কাহারও অন্ধ গোলামীতে নিমজ্জিত না হওয়া বরং প্রত্যেককেই আল্লাহর দেওয়া এই মাপকাঠিতে যাচাই ও পরখ করিয়া যাঁহার যেই মর্যাদা হইবে তাঁহাকে সেই মর্যাদা দেওয়া;

৭। হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়াতের পরে কোন ব্যক্তির এমন কোন মর্যাদা মানিয়া না লওয়া যাহার আনুগত্য করা বা না করার ভিত্তিতে ঈমান ও কুফর সম্পর্কে ফায়সালা হইতে পারে।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ধারা-৩

বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবজাতির কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রদর্শিত দ্বীন (ইসলামী জীবন বিধান) কায়েমের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সাফল্য অর্জন করাই বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এর কার্যক্রম নিম্নরূপ হইবে:

১। ইসলামী মূল্যবোধের উজ্জীবন ও জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে সর্বপ্রকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক হুমকি এবং বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা চালানো।

ব্যাখ্যা: এইখানে সার্বভৌমত্ব শব্দটি ভৌগোলিক অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। ইসলামে আইনগত সার্বভৌমত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

২। দায়িত্বশীল নাগরিক এবং চরিত্রবান ও যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে শোষণহীন, ইনসাফভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করিয়া জনসাধারণের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা।

৩। সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের আদর্শ সমুন্নত রাখা এবং ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তার বিধান এবং সর্ব শ্রেণীর মানুষের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সম্পদের সুষম বণ্টন, জাতীয় আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মানুষের জীবনমান উন্নত করণের মাধ্যমে শোষণ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস মুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

৪। ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব গড়িয়া তোলা এবং বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।

স্থায়ী কর্মনীতি

ধারা-৪

জামায়াতের স্থায়ী কর্মনীতি নিম্নরূপ হইবেঃ

১। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা কোন কর্মপন্থা গ্রহণের সময় জামায়াত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ ও বিধানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করিবে।

২। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এমন কোন উপায় ও পন্থা অবলম্বন করিবে না যাহা সততা ও বিশ্বাসপরায়ণতার পরিপন্থী কিংবা যাহার ফলে দুনিয়ায় ফিতনা ও ফাসাদ (বিপর্যয়) সৃষ্টি হয়।

৩। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী উহার বাঞ্ছিত সংশোধন ও সংস্কার কার্যকর করিবার জন্য নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করিবে। অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ, সংগঠন ও শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের মানবিক, নৈতিক চারিত্রিক সংশোধন এবং বাংলাদেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করিবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অনুকূলে জনমত গঠন করিবে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

দাওয়াত

ধারা-৫

জামায়াতের দাওয়াত নিম্নরূপ হইবেঃ

১। সাধারণভাবে সকল মানুষ ও বিশেষভাবে মুসলিমদের প্রতি আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্য করিবার আহ্বান।

২। ইসলাম গ্রহণকারী ও ঈমানের দাবীদার সকল মানুষের প্রতি বাস্তব জীবনে কথা ও কাজের গরমিল পরিহার করিয়া খাঁটি ও পূর্ণ মুসলিম হওয়ার আহ্বান।

৩। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামের সুবিচারপূর্ণ শাসন কায়েম করিয়া সমাজ হইতে সকল প্রকার জুলুম, শোষণ, দুর্নীতি ও অবিচারের অবসান ঘটানোর আহ্বান।

বিঃ দ্রঃ জামায়াতের পক্ষ হইতে যেই দাওয়াত পেশ করা হইবে তাহা ইসলামের আক্বীদা এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিকে হইবে, আমীরের ব্যক্তিত্ব বা এমারতের (আমীর পদের) দিকে নহে।

স্থায়ী কর্মসূচি

ধারা-৬

জামায়াতের স্থায়ী কর্মসূচি নিম্নরূপ হইবেঃ

১। বাংলাদেশের সকল নাগরিকের নিকট ইসলামের প্রকৃত রূপ বিশ্লেষণ করিয়া চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুভূতি জাগ্রত করা।

২। ইসলামকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার সংগ্রামে আগ্রহী সৎ ব্যক্তিদিগকে সংগঠিত করা এবং তাহাদিগকে ইসলাম কায়েম করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন হিসাবে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষা দান।

৩। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক সংশোধন, নৈতিক পুনর্গঠন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধন এবং দুঃস্থ মানবতার সেবা করা।

৪। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠাকল্পে গোটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বাঞ্ছিত সংশোধন আনয়নের উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তন এবং সমাজের সর্বস্তরে সৎ ও খোদাভীরু নেতৃত্ব কায়েমের চেষ্টা করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সদস্য (রুকন) হওয়ার শর্তাবলী, সদস্য (রুকন) হওয়ার নিয়ম, সদস্যের (রুকনের) দায়িত্ব ও কর্তব্য

সদস্য (রুকন) হওয়ার শর্তাবলী

ধারা-৭

যে কোন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ও পূর্ণবয়স্ক নর-নারী এই জামায়াতের সদস্য (রুকন) হইতে পারিবেন যদি তিনি-

১। ইসলামের মৌলিক আক্বীদা উহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণসহ বুঝিয়া লওয়ার পর এই সাক্ষ্য দেন যে, ইহাই তাঁহার জীবনের আক্বীদা;

২। জামায়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উহার ব্যাখ্যা সহকারে বুঝিয়া লওয়ার পর স্বীকার করেন যে, ইহাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য;

৩। এই গঠনতন্ত্র পাঠ করিবার পর এই ওয়াদা করেন যে, তিনি ইহার অনুসরণে জামায়াতের নিয়ম-শৃঙ্খলা মানিয়া চলিবেন;

৪। শরীয়তের নির্ধারিত ফরয ও ওয়াজিবসমূহ আদায় করেন এবং কবীরা গুনাহ হইতে বিরত থাকেন;

৫। উপার্জনের এমন কোন পন্থা অবলম্বন না করা যাহা আল্লাহর না-ফরমানির পর্যায়ে পড়ে এবং অবৈধ।

৬। হারাম পথে অর্জিত কিংবা হকদারের হক নষ্ট করা কোন সম্পদ বা সম্পত্তি তাঁহার দখলে থাকিলে তাহা পরিত্যাগ করেন বা হকদারের হক ফেরত দেন।

৭। এমন কোন পার্টি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক না রাখেন যাহার মূলনীতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ইসলামের আক্বীদা এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং কর্মনীতির পরিপন্থী এবং

৮। জামায়াতের সাংগঠনিক দায়িত্বশীলগণের দৃষ্টিতে সদস্য (রুকন) হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হন।

সদস্য (রুকন) হওয়ার নিয়ম

ধারা-৮

৭নং ধারা অনুসারে সদস্যপদ (রুকনিয়াত) লাভের যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি সদস্য (রুকন) হইবার অভিপ্রায় জানাইলে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা কর্তৃক

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নির্ধারিত পন্থা অনুসারে উক্ত ব্যক্তির সদস্যপদ (রুকনিয়াত) মঞ্জুর করা হইবে। সদস্যপদ (রুকনিয়াত) মঞ্জুরীপ্রাপ্ত ব্যক্তি আমীরে জামায়াত বা তাঁহার কোন প্রতিনিধির সামনে সদস্যপদের (রুকনিয়াতের) শপথ গ্রহণ করিবেন এবং শপথ গ্রহণের দিন হইতেই তিনি সদস্য (রুকন) গণ্য হইবেন।

সদস্যের (রুকনের) দায়িত্ব ও কর্তব্য

ধারা-৯

(ক) জামায়াতে শামিল হওয়ার পর প্রত্যেক সদস্য (রুকন) নিজের জীবনে নিম্নরূপ পরিবর্তন আনিতে সর্বদা আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালাইবেন:

১। দ্বীন সম্পর্কে অন্তত: এতটুকু জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে যাহাতে তিনি ইসলাম ও জাহিলিয়াত (ইসলামের বিপরীত মতবাদ ও চিন্তাধারা) এর পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন এবং আল্লাহর নির্ধারিত শরীয়তের সীমা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হইবেন।

২। নিজের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজ-কর্মকে কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবিক গড়িয়া লইবেন। নিজ জীবনের উদ্দেশ্য, মূল্যমান, পছন্দ-অপছন্দ এবং আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দু সবকিছুকে আল্লাহর সন্তোষের অনুকূলে আনয়ন করিবেন এবং স্বেচ্ছাচারিতা ও আত্মপূজা পরিহার করিয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর বিধানের একান্ত অনুসারী ও অধীন বানাইয়া লইবেন।

৩। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের বিপরীত সকল প্রকার জাহিলী নিয়ম-প্রথা ও রসম-রেওয়াজ এবং কুসংস্কার হইতে নিজের জীবনকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র করিবেন এবং ভিতর ও বাহিরকে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী গড়িয়া তুলিতে অধিকতর প্রচেষ্টা চালাইবেন।

৪। আত্মম্ভরিতা ও পার্থিব স্বার্থের ভিত্তিতে যে সব হিংসা-বিদ্বেষ, ঝোঁক-প্রবণতা, ঝগড়া-ঝাটি ও বাক-বিতন্ডার সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং দ্বীন ইসলামে যে সব বিষয়ের কোনই গুরুত্ব নাই তাহা হইতে নিজের অন্তর ও জীবনকে পবিত্র রাখিবেন।

৫। ফাসিক ও খোদাবিমুখ লোকদের সহিত দ্বীনের প্রয়োজন ব্যতীত সকল বন্ধুত্ব-ভালবাসা পরিহার করিয়া চলিবেন এবং নেক লোকদের সহিত দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করিবেন।

৬। নিজের সকল কাজ-কর্ম আল্লাহ-ভীতি, আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য, সততা ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে সম্পন্ন করিবেন।

৭। নিজ পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও পারিপার্শ্বিক এলাকার লোকদের মধ্যে দ্বীনি ভাবধারা প্রচার ও প্রসার এবং দ্বীনের সাক্ষ্য দানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

৮। আল্লাহর দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করিয়া নিজের সকল চেষ্টা-সাধনা নিয়ন্ত্রিত করিবেন এবং জীবন ধারণের প্রকৃত প্রয়োজন ব্যতীত এই উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করে না এমন সকল প্রকার তৎপরতা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবেন।

৯। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকিবেন।

(খ) জামায়াতে ইসলামীর প্রত্যেক সদস্য (রুকন) পরিচিত লোকদের মধ্যে এবং উহার বাহিরে যেখানে তিনি পৌঁছিতে পারেন, আল্লাহর বান্দাদের সম্মুখে সাধারণভাবে ইসলামের আক্বীদা এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (২ ও ৩ ধারায় প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুসারে) সবিস্তারে পেশ করিবেন। যাঁহারা এই আক্বীদা এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিবেন। আর যাঁহারা এই প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইবেন, তাঁহাদিগকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সদস্য (রুকন) হওয়ার আহ্বান জানাইবেন।

ধারা-১০

বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ও কর্মসূচির সহিত একমত পোষণ করিলে তিনি জামায়াতের সহযোগী সদস্য হইতে পারিবেন।

ধারা-১১

১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি ও অর্থনৈতিক কর্মসূচির সহিত একমত পোষণ করিলে বাংলাদেশের যে কোন অমুসলিম নাগরিক ইহার সহযোগী সদস্য হইতে পারিবেন।

২. নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পূরণ করিলে যে কোন অমুসলিম নাগরিক জামায়াতের সদস্য হইতে পারিবেন।

ক) জামায়াতের নিয়ম-শৃঙ্খলা বা সিদ্ধান্তসমূহ নিষ্ঠার সহিত মানিয়া চলিবেন।

খ) জামায়াতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিবেন।

গ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য একনিষ্ঠ ভূমিকা পালন করিবেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তৃতীয় অধ্যায়

জামায়াতের সাংগঠনিক কাঠামো

সাংগঠনিক স্তর

ধারা-১২

জামায়াতের সাংগঠনিক স্তর নিম্নরূপ:
কেন্দ্রীয় সংগঠন, জিলা সংগঠন, উপজিলা/থানা সংগঠন ও ইউনিয়ন/পৌরসভা সংগঠন।

কেন্দ্রীয় সংগঠন

ধারা-১৩

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর কেন্দ্রীয় সংগঠন নিম্নলিখিত সংস্থা ও পদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে:

১। কেন্দ্রীয় সদস্য (রুকন) সম্মেলন,
২। আমীরে জামায়াত,
৩। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা;
৪। কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ এবং
৫। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ।

কেন্দ্রীয় সদস্য (রুকন) সম্মেলন

ধারা-১৪

১। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর সকল বিষয়ে সদস্য (রুকন) সম্মেলন সর্বোচ্চ ফোরাম হিসাবে গণ্য হইবে।

২। আমীরে জামায়াত কিংবা মজলিসে শূরা যখন প্রয়োজন মনে করিবেন সদস্য (রুকন) সম্মেলন আহ্বান করিতে পারিবেন।

আমীরে জামায়াত

ধারা-১৫

১। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর একজন আমীর থাকিবেন।

২। সদস্যগণের (রুকনগণের) সরাসরি গোপন ভোটে আমীরে জামায়াত তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন।

৩। আমীরে জামায়াতের নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্যগণ তিনজনের একটি প্যানেল নির্বাচন করিবেন। তবে আমীর

নির্বাচনে প্যানেল বহির্ভূত যে কোন সদস্যকে (রুকনকে) ভোট দেওয়ার অধিকার ভোটারগণের থাকিবে।

৪। নির্বাচিত হওয়ার পর আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নির্বাচিত সদস্যদের উপস্থিতিতে প্রধান নির্বাচন পরিচালকের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

৫। সকল মা'রুফ কাজে সদস্যগণ (রুকনগণ) আমীরে জামায়াতের আনুগত্য করিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

৬। আমীরে জামায়াত যদি অনূর্ধ্ব ছয় মাসের জন্য দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন, তাহা হইলে তিনি কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের পরামর্শক্রমে নায়েবে আমীরগণের মধ্য হইতে কোন একজনকে উক্ত সময়ের জন্য ভারপ্রাপ্ত আমীর নিয়োগ করিবেন। কিন্তু আমীরের অক্ষমতাকাল ছয় মাসের বেশী হইলে অথবা আকস্মিকভাবে আমীরের পদ শূন্য হইলে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অনুমোদন সাপেক্ষে নায়েবে আমীরগণের মধ্য হইতে কোন একজনকে অস্থায়ীভাবে ভারপ্রাপ্ত আমীর নিযুক্ত করিবে। এইরূপ নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত আমীর অনূর্ধ্ব ছয় মাসের মধ্যে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নতুন আমীর নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা যুক্তিযুক্ত মনে করিলে এইরূপ নির্বাচন যুক্তিসঙ্গত সময়সীমা পর্যন্ত স্থগিত করিয়া অস্থায়ী ভারপ্রাপ্ত আমীরের কার্যক্রম বর্ধিত করিতে পারিবে, তবে এইরূপ স্থগিতকরণ ও কার্যকাল বর্ধিতকরণ গঠনতন্ত্রের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী অনুষ্ঠিতব্য আমীরে জামায়াত নির্বাচনের সময়সীমা অতিক্রম করিতে পারিবে না।

৭। আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিবেন। কিন্তু দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন এবং কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত নাই এমন কোন বিষয়ে তিনি কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার পরবর্তী প্রথম অধিবেশনের অনুমোদন সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের পরামর্শক্রমে জরুরী ও সাময়িক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব, কর্তব্য, ক্ষমতা ও অধিকার

ধারা-১৬

১। দায়িত্ব

(ক) জামায়াতের সংগঠন ও আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার প্রধান দায়িত্ব আমীরে জামায়াতের উপর অর্পিত থাকিবে। আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা ও সদস্য (রুকন) সম্মেলনের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(খ) আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সহিত পরামর্শ করিয়া জামায়াতের নীতি নির্ধারণ ও সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফায়সালা করিবেন।

২। কর্তব্য

(ক) আমীরে জামায়াত আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য করাকেই সবকিছুর উপর অগ্রাধিকার দান করিবেন।

(খ) জামায়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে জান-মাল দিয়া চেষ্টা করাকেই নিজের প্রধানতম কর্তব্য বলিয়া মনে করিবেন।

(গ) নিজের কাজ ও স্বার্থের উপর জামায়াতের কাজ ও স্বার্থকে অগ্রাধিকার দান করিবেন।

(ঘ) জামায়াতের সদস্যগণের (রুকনগণের) মধ্যে সব সময়েই নিরপেক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের ভিত্তিতে ফায়সালা করিবেন।

(ঙ) জামায়াতের আমানতসমূহের পূর্ণ হিফাজত করিবেন।

(চ) নিজে জামায়াতের গঠনতন্ত্র মানিয়া চলিবেন এবং তদনুযায়ী জামায়াতের সংগঠন ও শৃঙ্খলা কায়েম করিবার ও কায়েম রাখিবার জন্য পূর্ণমাত্রায় চেষ্টা করিবেন।

(ছ) জামায়াতের সকল সিদ্ধান্তের সঠিক বাস্তবায়ন ও তদারকী করিবেন।

৩। ক্ষমতা ও অধিকার

(ক) আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় সদস্য (রুকন) সম্মেলন, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বৈঠক এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের বৈঠক আহ্বান করিবেন।

(খ) যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় এবং কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা কিংবা কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বৈঠক আহ্বান করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা কিংবা কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের যে সকল সদস্যের সহিত যোগাযোগ করা সম্ভব তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(গ) কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার পরামর্শক্রমে নায়েবে আমীর, সেক্রেটারী জেনারেল ও সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল নিয়োগ ও অপসারণ করিবেন।

(ঘ) কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার আরোপিত বাধ্যবাধকতার অধীন জামায়াতের সম্পদ ও সম্পত্তি ব্যয়-ব্যবহার করিবেন।

(ঙ) জামায়াতের সদস্যপদ (রুকনিয়াত) বাতিল করিবেন।

(চ) অধঃস্তন সংগঠন সাসপেন্ড করিতে কিংবা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন।

(ছ) জামায়াতের বাইতুলমাল হইতে জামায়াতের কাজে অর্থ ব্যয় করিবেন।

(জ) প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সময়কাল অনূর্ধ্ব তিন মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(ঝ) কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য নন এমন কোন সদস্যকেও (রুকনকেও) মজলিসের বৈঠকে শরীক করিতে পারিবেন।

(ঞ) কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বৈঠকে মজলিসের সদস্য নন এমন সদস্যের (রুকনের) শরীক হওয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে পারিবেন।

(ট) নিজের ক্ষমতা ও অধিকারের কোন অংশ অপর কাহাকেও অর্পণ করিতে পারিবেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আমীরে জামায়াতের অপসারণ

ধারা-১৭

১। আমীরে জামায়াত যদি সদস্যপদের (রুকনিয়াতের) যোগ্যতা হারাইয়া ফেলেন অথবা কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্যগণের বিবেচনায় অধিকাংশ সদস্যের (রুকনের) আস্থা হারাইয়া ফেলেন, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা নিম্ন উপধারা অনুযায়ী তাঁহাকে অপসারণ করিতে পারিবে।

২। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার এক তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক আমীরে জামায়াতের নিকট লিখিতভাবে তাঁহার প্রতি অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ প্রদানের এক মাসের মধ্যে আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন আহ্বান করিয়া উক্ত প্রস্তাব বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার দুই তৃতীয়াংশ সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে এবং আমীরে জামায়াত তাহা মানিয়া লইলে আমীর পদ তৎক্ষণাৎ শূন্য হইবে। কিন্তু আমীরে জামায়াত মজলিসের সিদ্ধান্ত মানিতে না পারিলে অনধিক তিন মাসের মধ্যে সদস্য (রুকন) সম্মেলনে বিষয়টি মীমাংসিত হইবে।

তবে সদস্যগণের (রুকনগণের) ভোটে আমীরে জামায়াত যদি নিজ পদে বহাল থাকেন, তাহা হইলে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণকারী মজলিসে শূরা বাতিল গণ্য হইবে এবং অনধিক তিন মাসের মধ্যে নূতন মজলিসে শূরা নির্বাচিত করিতে হইবে। ইহার পূর্ব পর্যন্ত কর্মপরিষদ কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার কাজ চালাইয়া যাইবে।

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা

ধারা-১৮

১। নীতি নির্ধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি মজলিসে শূরা থাকিবে। এই মজলিসের নাম হইবে 'কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা' অথবা 'মজলিসে শূরা, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'।

২। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার কার্যকাল হইবে তিন বৎসর।

৩। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা প্রত্যেক নির্বাচনের পূর্বে পরবর্তী মজলিসে শূরায় জামায়াত সদস্যগণের (রুকনগণের) প্রতিনিধিত্বের আনুপাতিক হার নির্ধারণ করিবে।

৪। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা নিম্নরূপে গঠিত হইবে ঃ

(ক) বিদায়ী মজলিস কর্তৃক নির্ধারিত জামায়াত সদস্যগণের (রুকনগণের) প্রতিনিধিত্বের আনুপাতিক হার মুতাবিক মজলিস সদস্য নির্বাচন করিতে হইবে, কিন্তু কোন সাংগঠনিক জিলা প্রতিনিধিত্ব হইতে বঞ্চিত হইবে না।

(খ) বিদায়ী কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা কর্তৃক নির্ধারিত হারে কেন্দ্রীয় ইউনিটের প্রতিনিধিত্ব থাকিবে।

(গ) ৪নং উপধারার ক ও খ অনুযায়ী নির্বাচিত মজলিস সদস্যগণ দ্বিতীয় পর্যায়ে সারা দেশের সদস্যগণের (রুকনগণের) মধ্য হইতে ত্রিশ জন মজলিস সদস্য নির্বাচিত করিবেন।

(ঘ) মজলিসে শূরার সদস্য নন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের এমন সদস্যগণ পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য হইবেন।

(ঙ) কেন্দ্রীয় মহিলা মজলিসে শূরার সকল সদস্য কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য হইবেন।

(চ) আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সহিত পরামর্শ করিয়া প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যকে (রুকনকে) কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন যাহাদের মোট সংখ্যা কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নির্বাচিত সদস্যগণের ১৫% এর অধিক হইবে না।

৫। (ক) আমীরে জামায়াত পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সভাপতি হইবেন।

(খ) সেক্রেটারী জেনারেল (যদি মজলিসে শূরার সদস্য না হইয়া থাকেন) পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য হইবেন।

৬। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার কোন আসন শূন্য হইলে তিন মাসের মধ্যে উহা পূরণ করিতে হইবে।

৭। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর এক মাসের মধ্যেই আমীরে জামায়াত নির্বাচিত মজলিসের অধিবেশন আহ্বান করিবেন এবং এই অধিবেশনে মজলিসের প্রত্যেক সদস্য আমীরে জামায়াতের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন

ধারা-১৯

১। আমীরে জামায়াত যে কোন সময় কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন।

২। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সাধারণ অধিবেশন বৎসরে অন্তত দুইটি হইবে।

৩। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে অধিবেশনের কোরাম হইবে।

৪। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার এক তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরিত রিকুইজিশন নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে আমীরে জামায়াত মজলিসের অধিবেশন আহ্বান করিবেন।

৫। রিকুইজিশন নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অধিবেশন আহ্বান করা না হইলে নোটিশদাতা সদস্যগণ ১৫ দিনের নোটিশ দিয়া অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন।

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার কর্তব্য ও ক্ষমতা

ধারা-২০

১। কর্তব্য

সামষ্টিকভাবে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা এবং ব্যক্তিগতভাবে উহার প্রত্যেক সদস্যের কর্তব্য নিম্নরূপ হইবেঃ-

(ক) আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য ও হুকুম পালনকে সব কিছুর উপরে গুরুত্ব প্রদান করা।

(খ) আমীরে জামায়াত, মজলিসে শূরা এবং উহার প্রত্যেক সদস্য এই গঠনতন্ত্রে বর্ণিত আক্বীদা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং ইসলামী নীতির অনুসারী আছেন কিনা তাহার পর্যবেক্ষণ করা।

(গ) মজলিসের অধিবেশনসমূহে নিয়মিত উপস্থিত হওয়া।

(ঘ) প্রত্যেক বিষয়ে নিজের ইলম, ঈমান ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী স্বীয় প্রকৃত মত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা।

(ঙ) জামায়াতের ভিতরে আলাদা জামায়াত বা গ্রুপ সৃষ্টির কাজ হইতে বিরত থাকা। মজলিসে শূরা কিংবা জামায়াতের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তিকে এই

ধরনের কাজে লিপ্ত দেখা যায়, তবে তাঁহাকে উৎসাহিত কিংবা তাঁহার সম্পর্কে উপেক্ষার নীতি অবলম্বন না করিয়া তাঁহার সংশোধনের জন্য চেষ্টা করা।

(চ) জামায়াত ও উহার কাজে যেখানে যতখানি দোষ-ত্রুটি অনুভূত হইবে তাহা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করা।

২। ক্ষমতা

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার ক্ষমতা নিম্নরূপ হইবে ঃ

(ক) জামায়াতের গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যাদান ও উহার সংশোধন।

(খ) কেন্দ্রীয় বাইতুলমালের হিসাব পরীক্ষার জন্য অডিটর নিয়োগ এবং তাঁহার পেশকৃত রিপোর্ট বিবেচনা।

(গ) কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন গঠন।

(ঘ) জামায়াতের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও বাজেট অনুমোদন।

(ঙ) আমীরে জামায়াত ও তাঁহার অধীন কেন্দ্রীয় বিভাগসমূহের পরিচালকবৃন্দের জিজ্ঞাসাবাদ ও কাজ-কর্মের পর্যালোচনা।

(চ) গণতন্ত্র ও দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে যখন যে পদক্ষেপ প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিবে।

(ছ) প্রয়োজন হইলে বিশেষ অবস্থায় সদস্য (রুকন) সম্মেলনে যোগদানের জন্য সদস্যগণের (রুকনগণের) প্রতিনিধি সংখ্যা নির্ধারণ।

(জ) জামায়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কর্মসূচি সম্পর্কে দেশের অভ্যন্তরে কিংবা বাহিরে যে সমস্যা দেখা দিবে, সে সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ কিংবা অপর কোন সমীচীন উপায়ে সেই বিষয়ে স্বীয় মত প্রকাশ ও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ।

(ঝ) কেন্দ্রীয় সদস্য (রুকন) সম্মেলন ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশনসমূহের কাজ-কর্মের নিয়ম প্রণালী প্রণয়ন।

(ঞ) জামায়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্য উহার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ।

(ট) মোট সদস্যের দুই তৃতীয়াংশের মতের ভিত্তিতে আমীরে জামায়াতের অপসারণ।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(ঠ) স্বীয় ক্ষমতাবলী কিংবা উহার কিয়দংশ স্বীয় ইচ্ছানুরূপ শর্ত সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ কিংবা সদস্যগণের (রুকনগণের) সমন্বয়ে গঠিত কোন কমিটি বা বোর্ড আমীর বা সেক্রেটারী জেনারেল বা অপর কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর অর্পণ।

ধারা-২১

কোন সময় কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট কোরাম সংখ্যক মজলিস সদস্যও যদি কর্তব্য পালনের জন্য অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারেন, তাহা হইলে সমগ্র দেশের উপজিলা/থানা আমীরগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি মজলিস কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার স্থলাভিষিক্ত হইবে এবং উহা নিজেই কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা গঠন করিবার ব্যবস্থা করিবে অথবা গঠনতন্ত্রের মূল ভাবধারাকে বহাল রাখিয়া আমীরে জামায়াতের সহযোগিতা ও পরামর্শের জন্য কোন উপযুক্ত ও বাস্তব উপায় উদ্ভাবন করিবে।

ধারা-২২

কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সহিত আমীরে জামায়াতের মতানৈক্য হইলে উক্ত বিষয়ে জামায়াতের সদস্য (রুকন) সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ

ধারা-২৩

(ক) কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ

১। আমীরে জামায়াতকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক নায়েবে আমীর, একজন সেক্রেটারী জেনারেল, প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল, বিভাগীয় সেক্রেটারী ও অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ গঠিত হইবে।

২। কেন্দ্রীয় মহিলা কর্মপরিষদ সদস্যগণ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য হইবেন।

৩। আমীরে জামায়াতের আহ্বানে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে।

৪। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার প্রত্যেক নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ নূতন করিয়া নির্বাচন করিতে হইবে।

৫। সামষ্টিকভাবে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ এবং ব্যক্তিগতভাবে উহার সদস্যগণ আমীর জামায়াতের নিকট দায়ী থাকিবেন।

৬। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বৈঠক হইতেছে না বা বৈঠক আহ্বান করা সম্ভব হইতেছে না, এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সকল ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের কোন পদক্ষেপ কিংবা কোন ফায়সালার অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণটাই নামঞ্জুর করিবার অধিকার অবশ্যই কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার থাকিবে।

৭। উক্ত (৬) উপধারায় বর্ণিত অবস্থায় কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ গঠনতন্ত্র সংশোধন অথবা আমীরে জামায়াতকে অপসারণ করিতে পারিবে না।

(খ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ

১। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবার জন্য অনধিক পনের জন সদস্য সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ গঠিত হইবে।

২। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার প্রত্যেক নির্বাচনের পর শূরা সদস্যগণের ভোটে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হইবে।

৩। আমীরে জামায়াতের আহ্বানে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে।

৪। সামষ্টিকভাবে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ এবং ব্যক্তিগতভাবে উহার সদস্যগণ আমীর জামায়াত ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

৫। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের কার্যাবলী অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের নিকট পেশ করিতে হইবে।

নায়েবে আমীর

ধারা-২৪

১। আমীরে জামায়াত মজলিসে শূরার পরামর্শক্রমে উহার সদস্যগণের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নায়েবে আমীর নিয়োগ করিবেন।

২। নায়েবে আমীরগণ আমীরে জামায়াতকে সকল কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং আমীরে জামায়াত যাঁহাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করিবেন, তিনি তাহা পালন করিবেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩। আমীরে জামায়াত যদি কোন অধিবেশনে উপস্থিত হইতে অক্ষম হন, তাহা হইলে নায়েবে আমীরগণের মধ্য হইতে যাঁহাকে তিনি উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিবেন, তিনি ঐ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন।

সেক্রেটারী জেনারেল

ধারা-২৫

১। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর একজন সেক্রেটারী জেনারেল থাকিবেন।

২। আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে নিয়োগ করিবেন।

৩। সেক্রেটারী জেনারেল দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে আমীর জামায়াতের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

৪। আমীরে জামায়াত যতক্ষণ তাঁহার কাজ-কর্ম সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচনা করিবেন, ততক্ষণই তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার অপসারণ কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার পরামর্শ সহকারে হইতে হইবে।

৫। সেক্রেটারী জেনারেল আমীরে জামায়াতের কার্য সম্পাদনে সর্বতোভাবে সহযোগিতা এবং বিভাগীয় সেক্রেটারীগণের কার্যক্রম তদারক করিবেন।

৬। সেক্রেটারী জেনারেল আমীরে জামায়াতের সোপর্দ করা সকল কর্তব্য পালন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

৭। তিনি স্বীয় কাজের জন্য আমীরে জামায়াতের নিকট দায়ী থাকিবেন।

৮। সেক্রেটারী জেনারেল কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী বাস্তবায়ন ও বিভাগীয় সেক্রেটারীগণের কাজের সমন্বয় সাধন করিবেন।

৯। কেন্দ্রীয় সদস্য (রুকন) সম্মেলন, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা এবং কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের অধিবেশনসমূহের কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তাবলী সংরক্ষণ করিবেন।

১০। জামায়াতের যাবতীয় রেকর্ড ও কাগজপত্র সেক্রেটারী জেনারেল সংরক্ষণ করিবেন।

১১। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশনে আমীরে জামায়াতের পক্ষ হইতে জামায়াতের বার্ষিক রিপোর্ট ও পরবর্তী বৎসরের খসড়া পরিকল্পনা পেশ করিবেন।

১২। আমীরে জামায়াতের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ ও অপসারণ করিবেন।

সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল

ধারা-২৬

১। আমীরে জামায়াত প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল নিয়োগ করিবেন।

২। আমীরে জামায়াত সেক্রেটারী জেনারেলের কর্তব্য ও ক্ষমতার মধ্য হইতে যতখানি প্রয়োজন মনে করিবেন সহকারী সেক্রেটারী জেনারেলগণকে অর্পণ করিবেন।

৩। আমীরে জামায়াত যখন সেক্রেটারী জেনারেলের অবর্তমানে কোন একজন সহকারী সেক্রেটারী জেনারেলকে সেক্রেটারী জেনারেলের স্থলাভিষিক্ত করিবেন, তখন তাঁহার মর্যাদা এই গঠনতন্ত্রে সেক্রেটারী জেনারেলকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাই হইবে।

বিভাগীয় সেক্রেটারীবৃন্দ

ধারা-২৭

বিভাগীয় সেক্রেটারীগণ আমীরে জামায়াত কর্তৃক অর্পিত নিজ নিজ বিভাগের কাজ পরিচালনা করিবেন এবং কাজের ব্যাপারে আমীরে জামায়াতকে পূর্ণ ওয়াকিফহাল রাখিবেন।

জিলা সংগঠন

ধারা-২৮

১। সাংগঠনিক বিশেষ প্রয়োজনে আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া কোন প্রশাসনিক জেলাকে সাংগঠনিক জেলায় বিভক্ত করিতে পারিবেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২। জিলা সদস্য (রুকন) সম্মেলন, জিলা আমীর, জিলা মজলিসে শূরা এবং জিলা কর্মপরিষদ সমন্বয়ে জিলা জামায়াত গঠিত হইবে।

৩। জিলা জামায়াত কেন্দ্রীয় জামায়াতের অধীনে হইবে এবং উহার সহিত সরাসরি সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিবে।

জিলা আমীর

ধারা-২৯

১। জিলা আমীর সাংগঠনিক জিলার দায়িত্বশীল হইবেন।

২। জিলা আমীর স্বীয় কাজের জন্য আমীরে জামায়াত ও জিলা মজলিসে শূরার নিকট দায়ী থাকিবেন।

জিলা আমীরের নির্বাচন ও অব্যাহতি

ধারা-৩০

১। জেলার সদস্যদের (রুকনদের) ভোটে জেলা আমীর দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হইবেন।

২। জিলা আমীর স্বীয় পদের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে আমীরে জামায়াত বা তাঁহার প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

৩। জিলা আমীর যদি সদস্য পদের (রুকনিয়াতের) যোগ্যতা হারাইয়া ফেলেন, অথবা সংগঠনের দায়িত্ব পালনের ব্যর্থ হন, অথবা জিলার অধিকাংশ সদস্যের (রুকনের) আস্থা হারাইয়া ফেলেন, তাহা হইলে আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের পরামর্শক্রমে তাঁহাকে অপসারণ করিতে পারিবেন।

জিলা আমীরের কর্তব্য

ধারা-৩১

জিলা আমীর স্বীয় জিলায় সাংগঠনিক নিয়ম-শৃঙ্খলার জন্য দায়িত্বশীল হইবেন এবং তাঁহার কর্তব্য নিম্নরূপ হইবেঃ

১। জামায়াতের দাওয়াত, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কর্মসূচিকে স্বীয় এলাকায় প্রচার ও তাহা বাস্তবায়িত করিবার জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২। কেন্দ্রীয় জামায়াতের নির্দেশসমূহ পালন এবং উহার বাজেটে ধার্য অর্থ যথাসময়ে পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা করা।

৩। স্বীয় এলাকার অবস্থা ও জামায়াতের কাজ-কর্ম সম্পর্কে কেন্দ্রীয় জামায়াতকে অবহিত করা।

৪। স্বীয় এলাকায় অধঃস্তন জামায়াতসমূহ ও বিভিন্ন দায়িত্বশীলগণকে পরিচালনা করা, তদারক করা এবং তাঁহাদের নিকট হইতে কাজ বুঝিয়া লওয়া।

৫। স্বীয় এলাকায় জামায়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য-সংশ্লিষ্ট কিংবা উহার উপর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়াদির যথাসময়ে খবর লওয়া ও সেই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৬। স্বীয় জিলার সদস্যগণের (রুকনগণের) তদারক ও মানোন্নয়নের সার্বিক প্রচেষ্টা চালান।

৭। এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত যেইসব কর্তব্য ও দায়িত্ব কেন্দ্রীয় জামায়াত হইতে অর্পণ করা হইবে তাহা পালন করা।

জিলা আমীরের ক্ষমতা

ধারা-৩২

জিলা আমীরের ক্ষমতা নিম্নরূপ হইবেঃ

১। জিলা আমীর জিলা মজলিসে শূরার সহিত পরামর্শ করিয়া আমীরে জামায়াতের সম্মতিক্রমে জিলা নায়েবে আমীর নিয়োগ করিতে পারিবেন।

২। তিনি জিলা মজলিসে শূরার সহিত পরামর্শ করিয়া জিলার সেক্রেটারী এবং বিভাগীয় সেক্রেটারী নিয়োগ ও অপসারণ করিবেন।

৩। জিলা দপ্তরে কর্মচারী নিয়োগ ও অপসারণ করিবেন।

৪। জিলা মজলিসে শূরা ও সদস্য (রুকন) বৈঠক আহ্বান করিবেন।

৫। জিলা মজলিসে শূরা কর্তৃক গৃহীত বাজেট অনুযায়ী বাইতুলমাল হইতে অর্থ ব্যয় এবং নিজের কর্তব্য পালনের ব্যাপারে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

৬। এতদ্ব্যতীত আমীরে জামায়াত কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

জিলা মজলিসে শূরা

ধারা-৩৩

প্রত্যেক জিলায় মজলিসে শূরা থাকিবে।

ধারা-৩৪

১। জিলা মজলিসে শূরা জিলার সদস্যগণের (রুকনগণের) দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হইবে।

২। জিলা আমীর স্বীয় জিলার সদস্যগণের (রুকনগণের) পরামর্শক্রমে জিলা মজলিসে শূরার সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করিবেন।

৩। জিলা মজলিসে শূরার নির্বাচন দুই বৎসরের জন্য হইবে।

৪। জিলা আমীর পদাধিকার বলে জিলা মজলিসে শূরার সভাপতি হইবেন।

৫। জিলা নায়েবে আমীর ও জিলা সেক্রেটারী (যদি মজলিসে শূরার সদস্য না হইয়া থাকেন) পদাধিকার বলে জিলা মজলিসে শূরার সদস্য হইবেন।

৬। জিলা আমীর জিলা মজলিসে শূরার সহিত পরামর্শ করিয়া প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যকে (রুকনকে) জিলা মজলিসে শূরায় মনোনীত করিতে পারিবেন, যাহাদের মোট সংখ্যা জিলা মজলিসে শূরার নির্বাচিত সদস্যগণের এক-পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না।

৭। জিলা মহিলা মজলিসে শূরার সদস্যগণ জিলা মজলিসে শূরার সদস্য হইবেন।

জিলা মজলিসে শূরার অধিবেশন

ধারা-৩৫

১। জিলা মজলিসে শূরার নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার এক মাসের মধ্যেই জিলা আমীর নির্বাচিত মজলিসের উদ্বোধনী অধিবেশন আহ্বান করিবেন এবং এই অধিবেশনে মজলিসের প্রত্যেক সদস্য জিলা আমীরের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

২। জিলা মজলিসে শূরার সাধারণ অধিবেশন বৎসরে কমপক্ষে তিনটি হইবে।

৩। জিলা মজলিসে শূরার জরুরী অধিবেশন নিম্নলিখিত অবস্থায় যে কোন সময় আহ্বান করা যাইবেঃ

(ক) জিলা আমীর ইহার প্রয়োজনবোধ করিলে, অথবা

(খ) জিলা মজলিসে শূরার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য লিখিতভাবে দাবী জানাইলে, অথবা

(গ) আমীরে জামায়াত ইহা অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিলে।

৪। জিলা মজলিসে শূরার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতায়াংশের উপস্থিতিতে অধিবেশনের কোরাম হইবে।

জিলা আমীর ও জিলা মজলিসে শূরার সম্পর্ক

ধারা-৩৬

১। জিলা মজলিসে শূরা গঠিত হইলে জিলা আমীর সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জিলা মজলিসে শূরার সহিত পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

২। দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন এবং মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত নাই এমন কোন বিষয়ে জিলা আমীর জিলা মজলিসে শূরার পরবর্তী প্রথম অধিবেশনের অনুমোদন সাপেক্ষে জিলা কর্মপরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া জরুরী ও সাময়িক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৩। কোন বিষয়ে জিলা আমীর ও জিলা মজলিসে শূরার মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে বিষয়টি জিলা সদস্য (রুকন) সম্মেলনে পেশ করিতে হইবে। সেখানে কোন মীমাংসা না হইলে উহা আমীরে জামায়াতের নিকট পেশ করিতে হইবে।

জিলা মজলিসে শূরার কর্তব্য ও ক্ষমতা

ধারা-৩৭

১। কর্তব্য

সামষ্টিকভাবে জিলা মজলিসে শূরা এবং ব্যক্তিগতভাবে উহার প্রত্যেক সদস্যের কর্তব্য নিম্নরূপ হইবেঃ

(ক) আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য ও হুকুম পালন করাকে সবকিছুর উপরে গুরুত্ব প্রদান করা।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(খ) মজলিসে শূরার অধিবেশনসমূহে নিয়মিত যোগদান করা।

(গ) প্রত্যেক বিষয়ে নিজের ইলম, ঈমান ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী স্বীয় প্রকৃত মত স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা।

(ঘ) জামায়াত ও উহার কাজে যেখানে যতখানি দোষ-ত্রুটি অনুভূত হইবে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা।

২। ক্ষমতা

জিলা মজলিসে শূরার ক্ষমতা নিম্নরূপ হইবে ঃ

(ক) জিলা নায়েবে আমীর, জিলা সেক্রেটারী ও বিভাগীয় সেক্রেটারীগণের নিয়োগ ও অপসারণের ব্যাপারে জিলা আমীরকে পরামর্শ দান।

(খ) জিলা ও অধঃস্তন সংগঠনসমূহের কাজ তদারক ও নিয়ন্ত্রণ।

(গ) জিলার সার্বিক পরিকল্পনা ও বাজেট অনুমোদন।

(ঘ) জিলা ও অধঃস্তন সংগঠনগুলির বাইতুলমালের হিসাব পরীক্ষা।

(ঙ) জিলার দায়িত্বশীলদের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ ও পর্যালোচনা।

(চ) জিলা নির্বাচন কমিশন গঠন।

জিলা কর্মপরিষদ

ধারা-৩৮

১। কেন্দ্রীয় সংগঠন ও জিলা মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য জিলা নায়েবে আমীর (যদি থাকেন), জিলা সেক্রেটারী ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভাগীয় সেক্রেটারী সমন্বয়ে জিলা কর্মপরিষদ গঠিত হইবে।

২। জিলা মজলিসে শূরার সদস্যগণের (রুকনগণের) ভোটে জিলা কর্মপরিষদ নির্বাচিত হইবে।

৩। জিলা মহিলা কর্মপরিষদ সদস্যগণ জিলা কর্মপরিষদ সদস্য হইবেন।

৪। সামষ্টিকভাবে জিলা কর্মপরিষদ এবং ব্যক্তিগতভাবে ইহার সদস্যগণ জিলা আমীর ও জিলা শূরার নিকট দায়ী থাকিবেন।

জিলা নায়েবে আমীর

ধারা-৩৯

জিলা আমীর প্রয়োজন মনে করিলে জিলা মজলিসে শূরার পরামর্শ ও আমীরে জামায়াতের অনুমোদনক্রমে জিলা নায়েবে আমীর নিয়োগ করিতে পারিবেন।

জিলা সেক্রেটারী

ধারা-৪০

১। জিলা আমীর স্বীয় মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শ করিয়া জিলা সেক্রেটারী নিয়োগ করিবেন।

২। জিলা সেক্রেটারী স্বীয় পদের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে জিলা আমীরের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

৩। জিলা সেক্রেটারী ততক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন যতক্ষণ পর্যন্ত জিলা আমীর তাঁহার কাজ-কর্ম সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচনা করিবেন।

৪। জিলা সেক্রেটারী স্বীয় জিলার যাবতীয় কাজ-কর্মে জিলা আমীরের সাহায্যকারী ও প্রতিনিধি হইবেন এবং সেই সব কর্তব্য পালন করিবেন যাহা জিলা আমীর তাঁহার উপর ন্যস্ত করিবেন।

৫। জিলা সেক্রেটারী তাঁহার কাজের জন্য জিলা আমীরের নিকট দায়ী থাকিবেন।

উপজিলা/থানা সংগঠন

ধারা-৪১

১। উপজিলা/থানা সদস্য (রুকন) সম্মেলন, উপজিলা/থানা আমীর, শর্ত পূর্ণ হইলে উপজিলা/থানা মজলিসে শূরা, উপজিলা/থানা কর্মপরিষদ সমন্বয়ে উপজিলা/থানা সংগঠন গঠিত হইবে।

২। উপজিলা/থানা সংগঠন জিলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সংগঠনের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিবে।

৩। উপজিলা/থানার সদস্যগণ (রুকনগণ) উপজিলা/থানা সংগঠনের আনুগত্য করিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

উপজিলা/থানা আমীর

ধারা-৪২

১। উপজিলা/থানা আমীর জিলা আমীরের প্রতিনিধি হইবেন এবং উপজিলা/থানা আমীর ও উপজিলা/থানা সদস্য (রুকন) সম্মেলনের নিকট দায়ী থাকিবেন।

২। উপজিলা/থানা আমীর স্বীয় এলাকায় ঊর্ধ্বতন সংগঠন কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করিবেন।

৩। উপজিলা/থানা আমীর, উপজিলা/থানা মজলিসে শূরা অথবা সদস্য (রুকন) সম্মেলনের পরামর্শ অনুযায়ী জিলা আমীরের সম্মতিক্রমে উপজিলা/থানা নায়েবে আমীর নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৪। উপজিলা/থানা আমীর, উপজিলা/থানা মজলিসে শূরা অথবা সদস্য (রুকন) সম্মেলনের পরামর্শ অনুযায়ী উপজিলা/থানা সেক্রেটারী এবং অন্যান্য বিভাগীয় সেক্রেটারী নিয়োগ ও অপসারণ করিতে পারিবেন।

৫। উপজিলা/থানা আমীর, উপজিলা/থানা মজলিসে শূরা ও উপজিলা/থানা সদস্য (রুকন) সম্মেলন আহ্বান করিবেন।

৬। উপজিলা/থানা আমীর দাওয়াত সম্প্রসারণ, কর্মীদের নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বিধানের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

৭। উপজিলা/থানা আমীর সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপজিলা/থানা মজলিসে শূরা অথবা উপজিলা/থানা সদস্য (রুকন) সম্মেলনের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

উপজিলা/থানা আমীর নির্বাচন ও অব্যাহতি

ধারা-৪৩

১। উপজিলা/থানা সদস্যগণের (রুকনগণের) ভোটে উপজিলা/থানা আমীর ১ বছরের জন্য নির্বাচিত হইবেন।

২। উপজিলা/থানা আমীর নির্বাচিত হইবার পর এই গঠনতন্ত্রের ২নং পরিশিষ্টে প্রদত্ত শপথনামা অনুসারে আমীরে জামায়াত বা তাঁহার প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

৩। উপজিলা/থানা আমীর যদি সদস্যপদের (রুকনিয়াতের) যোগ্যতা হারাইয়া ফেলেন, অথবা সংগঠনের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন, অথবা উপজিলা/থানার অধিকাংশ সদস্যের (রুকনের) আস্থা হারাইয়া ফেলেন, তাহা হইলে আমীরে জামায়াত তাঁহাকে অপসারণ করিতে পারিবেন।

উপজিলা/থানা মজলিসে শূরা

ধারা-৪৪

১। উপজিলা/থানা মজলিসে শূরা সেইসব উপজিলা/থানায় গঠন করা যাইবে যেখানে সদস্য (রুকন) সংখ্যা বিশ জন হইবে।

২। উপজিলা/থানা আমীর স্বীয় উপজিলা/থানা সদস্যগণের (রুকনগণের) পরামর্শক্রমে মজলিসে শূরার সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করিবেন।

৩। উপজিলা/থানা মজলিসে শূরা উপজিলা/থানা সদস্যগণের (রুকনগণের) দ্বারা এক বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবে।

৪। উপজিলা/থানা আমীর পদাধিকার বলে উপজিলা/থানা মজলিসে শূরার সভাপতি এবং উপজিলা/থানা নায়েবে আমীর (যদি থাকেন) ও উপজিলা/থানা সেক্রেটারী (যদি মজলিসে শূরার সদস্য না হন) পদাধিকার বলে উপজিলা/থানা মজলিসে শূরার সদস্য হইবেন।

৫। উপজিলা/থানা আমীর উপজিলা/থানা মজলিসে শূরার সহিত পরামর্শ করিয়া প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যকে (রুকনকে) উপজিলা/থানা মজলিসে শূরায় মনোনীত করিতে পারিবেন যাহাদের মোট সংখ্যা উপজিলা/থানা মজলিসে শূরার নির্বাচিত সদস্যগণের এক-পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না।

৬। উপজিলা/থানা মহিলা মজলিসে শূরার সদস্যগণ উপজিলা/থানা মজলিসে শূরার সদস্য হইবেন।

৭। উপজিলা/থানা মজলিসে শূরার সাধারণ অধিবেশন বৎসরে কমপক্ষে চারটি হইবে।

৮। উপজিলা/থানা আমীর প্রয়োজনবোধ করিলে, অথবা উপজিলা/থানা মজলিসে শূরার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য লিখিতভাবে দাবী জানাইলে অথবা জিলা আমীর কিংবা আমীরে জামায়াত নির্দেশ দিলে উপজিলা/থানা মজলিসে শূরার জরুরী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৯। উপজিলা/থানা মজলিসে শূরার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে অধিবেশনের কোরাম হইবে।

১০। কোন বিষয়ে উপজিলা/থানা আমীর ও উপজিলা/থানা মজলিসে শূরার মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে বিষয়টি উপজিলা/থানা সদস্য (রুকন) সম্মেলনে পেশ করিতে হইবে। সেখানে কোনো মীমাংসা না হইলে উহা জিলা আমীরের নিকট পেশ করিতে হইবে।

উপজিলা/থানা কর্মপরিষদ

ধারা-৪৫

১। ঊর্ধ্বতন সংগঠন এবং উপজিলা/থানা মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তাবলী বাস্তবায়নের জন্য উপজিলা/থানা নায়েবে আমীর (যদি থাকেন), উপজিলা/থানা সেক্রেটারী এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভাগীয় সেক্রেটারী সমন্বয়ে উপজিলা/থানা কর্মপরিষদ গঠিত হইবে।

২। উপজিলা/থানা মহিলা কর্মপরিষদ সদস্যগণ উপজিলা/থানা কর্মপরিষদ সদস্য হইবেন।

৩। উপজিলা/থানার শূরা/সদস্যদের (রুকনদের) ভোটে কর্মপরিষদ নির্বাচিত হইবে।

৪। সামষ্টিকভাবে উপজিলা/থানা কর্মপরিষদ এবং ব্যক্তিগতভাবে ইহার সদস্যগণ উপজিলা/থানা আমীরের নিকট দায়ী থাকিবেন।

উপজিলা/থানা সেক্রেটারী

ধারা-৪৬

১। উপজিলা/থানা আমীর, উপজিলা/থানা মজলিসে শূরা অথবা মজলিসে শূরার অবর্তমানে উপজিলা/থানা সদস্য (রুকন) সম্মেলনের সহিত পরামর্শ করিয়া উপজিলা/থানা সেক্রেটারী নিয়োগ ও অপসারণ করিতে পারিবেন।

২। উপজিলা/থানা সেক্রেটারী স্বীয় পদের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে উপজিলা/থানা আমীরের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

৩। উপজিলা/থানা সেক্রেটারী ততক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন যতক্ষণ পর্যন্ত উপজিলা/থানা আমীর তাঁহার কাজ-কর্ম সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচনা করিবেন।

ইউনিয়ন/পৌরসভা সংগঠন

ধারা-৪৭

১। যে ইউনিয়ন/পৌরসভা অন্ততঃ তিনজন সদস্য (রুকন) হইবেন সেইখানে ইউনিয়ন/পৌরসভা শাখা গঠন করা হইবে।

২। ইউনিয়ন/পৌরসভা এলাকায় বসবাসকারী সদস্যগণ (রুকনগণ) ইউনিয়ন/পৌরসভা শাখার নিয়ম-শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

৩। ইউনিয়ন/পৌরসভা শাখা সংশ্লিষ্ট উপজিলা/থানা সংগঠনের মাধ্যমে জিলা সংগঠনের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিবে।

৪। কোন স্থানে তিনজনের কম সংখ্যক সদস্য (রুকন) থাকিলে তিনি বা তাঁহারা উপজিলা/থানা আমীর বা জিলা আমীরের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিবেন এবং তাঁহার নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিবেন।

ইউনিয়ন/পৌরসভা আমীর

ধারা-৪৮

১। ইউনিয়ন/পৌরসভার সদস্যগণের (রুকনগণের) ভোটে ইউনিয়ন/পৌরসভার আমীর ১ বছরের জন্য নির্বাচিত হইবেন।

২। ইউনিয়ন/পৌরসভা আমীর নির্বাচিত হইবার পর এই গঠনতন্ত্রের ২নং পরিশিষ্টে প্রদত্ত শপথনামা অনুসারে জিলা আমীর বা তাঁহার প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

৩। ইউনিয়ন/পৌরসভা আমীর যদি সদস্যপদের (রুকনিয়াতের) যোগ্যতা হারাইয়া ফেলেন, অথবা সংগঠনের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন, অথবা ইউনিয়ন/পৌরসভার অধিকাংশ সদস্যের (রুকনের) আস্থা হারাইয়া ফেলেন, তাহা হইলে আমীরে জামায়াত তাঁহাকে অপসারণ করিতে পারিবেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ধারা-৪৯
ইউনিয়ন/পৌরসভা আমীর নিজ স্থানে আমীরে জামায়াতের প্রতিনিধি হইবেন এবং উপজিলা/থানা আমীর ও জিলা আমীরের মাধ্যমে আমীরে জামায়াতের নিকট দায়ী থাকিবেন।

ইউনিয়ন/পৌরসভা মজলিসে শূরা

ধারা-৫০
পনের বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক সদস্য (রুকন) বিশিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভায় মজলিসে শূরা গঠন করা যাইবে। ইউনিয়ন/পৌরসভার সদস্যদের (রুকনদের) ভোটে ইউনিয়ন/পৌরসভা মজলিসে শূরা সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন।

ইউনিয়ন/পৌরসভা কর্মপরিষদ

ধারা-৫১
ইউনিয়ন/ পৌরসভার শূরা/ সদস্যদের (রুকনদের) ভোটে ইউনিয়ন/ পৌরসভার কর্মপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হইবেন।

ইউনিয়ন/পৌরসভা সেক্রেটারী

ধারা-৫২
ইউনিয়ন/পৌরসভা আমীর সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভার শূরার সাথে পরামর্শ করিয়া ইউনিয়ন/পৌরসভা সেক্রেটারী নিয়োগ করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

মহিলা বিভাগ

কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগ, জিলা মহিলা বিভাগ উপজিলা/থানা মহিলা বিভাগ

ধারা-৫৩

(ক) কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগ

১। মহিলা অঙ্গনে সংগঠনের কাজ পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকিবে এবং ইহার নাম হইবে মহিলা বিভাগ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

২। মহিলা বিভাগের কাজের উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য একটি মজলিসে শূরা থাকিবে যাহার নাম হইবে মহিলা মজলিসে শূরা, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ।

৩। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মহিলা সদস্যগণের (রুকনগণের) ভোটে মহিলা মজলিসে শূরার সদস্যগণ তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হইবেন।

৪। আমীরে জামায়াত মহিলা মজলিসে শূরার সহিত পরামর্শ করিয়া মহিলা মজলিসে শূরার সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন যাহাদের সংখ্যা নির্বাচিত সদস্যগণের শতকরা ২৫ ভাগের বেশী হইবে না।

৫। মহিলা মজলিসে শূরার সদস্যগণ আমীরে জামায়াত বা তাঁহার প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

৬। আমীরে জামায়াত মহিলা মজলিসে শূরা এবং কর্মপরিষদের মতামতের ভিত্তিতে একজনকে মহিলা বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত করিবেন যাহার পদবী হইবে সেক্রেটারী, মহিলা বিভাগ অথবা মহিলা বিভাগীয় সেক্রেটারী, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৭। সেক্রেটারী, মহিলা বিভাগ, মহিলা মজলিসে শূরার সদস্যগণের উপস্থিতিতে আমীরে জামায়াত বা তাঁহার প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

৮। মহিলা মজলিসে শূরার সাধারণ অধিবেশন বৎসরে অন্তত একটি হইতে হইবে।

৯। আমীরে জামায়াতের সম্মতিক্রমে সেক্রেটারী, মহিলা বিভাগ, মহিলা মজলিসে শূরার অধিবেশন আহ্বান করিবেন।

১০। মহিলা মজলিসে শূরার সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে অধিবেশনের কোরাম হইবে।

১১। সেক্রেটারী, মহিলা বিভাগ, মহিলা মজলিসে শূরার অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব করিবেন।

১২। মহিলা মজলিসে শূরায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহ অনুমোদনের জন্য আমীরে জামায়াতকে অবহিত করিতে হইবে।

১৩। মহিলা মজলিসে শূরায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মহিলা মজলিসে শূরার ভোটে কেন্দ্রীয় মহিলা কর্মপরিষদ নির্বাচিত হইবে।

১৪। কেন্দ্রীয় মহিলা মজলিসে শূরার প্রত্যেক নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় মহিলা কর্মপরিষদ নূতন করিয়া নির্বাচন করিতে হইবে।

১৫। কেন্দ্রীয় মহিলা কর্ম পরিষদের সদস্যগণ আমীরে জামায়াত বা তাঁহার প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

১৬। সেক্রেটারী, মহিলা বিভাগ যখনই প্রয়োজন বোধ করিবেন কেন্দ্রীয় মহিলা কর্মপরিষদের বৈঠক আহ্বান করিবেন।

১৭। কেন্দ্রীয় মহিলা কর্মপরিষদ সদস্যগণের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে বৈঠকের কোরাম হইবে।

১৮। সেক্রেটারী, মহিলা বিভাগ কেন্দ্রীয় মহিলা কর্ম পরিষদের বৈঠকে সভানেত্রীত্ব করিবেন।

(খ) জিলা মহিলা বিভাগ

১। জিলার মহিলা বিভাগের কাজের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য জেলায় একটি মহিলা মজলিসে শূরা থাকিবে।

২। জিলা আমীর মহিলা মজলিসে শূরার সহিত পরামর্শ করিয়া মহিলা মজলিসে শূরার আসন সংখ্যা নির্ধারণ করিবেন।

৩। জিলার অন্তর্ভুক্ত মহিলা সদস্যগণের (রুকনগণের) ভোটে জিলা মহিলা মজলিসে শূরার সদস্যগণ দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন।

৪। জিলা আমীর মহিলা মজলিসে শূরার সহিত পরামর্শ করিয়া জিলা মহিলা শূরার সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন যাহাদের সংখ্যা জিলা মহিলা মজলিসে শূরার নির্বাচিত সদস্যগণের এক-পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না।

৫। জিলা মহিলা মজলিসে শূরার সদস্যগণ জিলা আমীর বা তাঁহার প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

৬। জিলা আমীর মহিলা মজলিসে শূরার সহিত পরামর্শ করিয়া একজনকে সেক্রেটারী, মহিলা বিভাগ নিযুক্ত করিবেন।

৭। সেক্রেটারী মহিলা বিভাগ, মহিলা মজলিসে শূরার সদস্যগণের উপস্থিতিতে জিলা আমীর তাঁহার প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

৮। মহিলা মজলিসে শূরার সাধারণ অধিবেশন বৎসরে অন্তত একটি হইতে হইবে।

৯। সেক্রেটারী মহিলা বিভাগ, মহিলা মজলিসে শূরার অধিবেশন আহ্বান করিবেন।

১০। মহিলা মজলিসে শূরার সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে অধিবেশনের কোরাম হইবে।

১১। সেক্রেটারী মহিলা বিভাগ, মহিলা মজলিসে শূরার অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব করিবেন।

১২। মহিলা মজলিসে শূরায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহ জিলা আমীরের নিকট পেশ করিতে হইবে।

১৩। জিলা মহিলা মজলিসে শূরায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য জিলা মহিলা মজলিসে শূরার ভোটে জিলা মহিলা কর্মপরিষদ নির্বাচিত হইবে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১৪। জিলা মহিলা মজলিসে শূরার প্রত্যেক নির্বাচনের পর জিলা মহিলা কর্মপরিষদ নূতন করিয়া নির্বাচন করিতে হইবে।

১৫। জিলা মহিলা কর্মপরিষদের সদস্যগণ জিলা আমীর বা তাঁহার প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

১৬। সেক্রেটারী মহিলা বিভাগ যখনই প্রয়োজন বোধ করিবেন জিলা মহিলা কর্মপরিষদের বৈঠক আহ্বান করিবেন।

১৭। জিলা মহিলা কর্মপরিষদ সদস্যগণের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে বৈঠকের কোরাম হইবে।

১৮। সেক্রেটারী মহিলা বিভাগ, জিলা মহিলা কর্মপরিষদ বৈঠকে সভানেত্রীত্ব করিবেন।

(গ) উপজিলা/থানা মহিলা বিভাগ

১। মহিলা বিভাগের কাজের উন্নতিকল্পে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য উপজিলা/থানায় কমপক্ষে ১৫ (পনের) জন মহিলা সদস্য (রুকন) হইলে উপজিলা/থানা মহিলা মজলিসে শূরা গঠন করা হইবে।

২। উপজিলা/থানা আমীর মহিলা মজলিসে শূরার সহিত পরামর্শ করিয়া মহিলা মজলিসে শূরার আসন সংখ্যা নির্ধারণ করিবেন।

৩। উপজিলা/থানার অন্তর্ভুক্ত মহিলা সদস্যগণের (রুকনগণের) ভোটে উপজিলা/থানা মহিলা মজলিসে শূরার সদস্যগণ এক বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন।

৪। উপজিলা/থানা আমীর মহিলা মজলিসে শূরার সহিত পরামর্শ করিয়া উপজিলা/থানার মহিলা শূরার সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন যাহাদের সংখ্যা উপজিলা/থানার মহিলা মজলিসে শূরার নির্বাচিত সদস্যগণের এক-পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না।

৫। উপজিলা/থানা মজলিসে শূরার সদস্যাগণ উপজিলা/থানা আমীর তাঁর প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

৬। উপজিলা/থানা আমীর উপজিলা/থানা মহিলা মজলিসে শূরার সহিত পরামর্শ করিয়া একজনকে সেক্রেটারী, মহিলা বিভাগ নিযুক্ত করিবেন।

৭। সেক্রেটারী, মহিলা বিভাগ, মহিলা মজলিসে শূরার সদস্যাগণের উপস্থিতিতে উপজিলা/থানা আমীর তাঁর প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

৮। মহিলা মজলিসে শূরার সাধারণ অধিবেশন বৎসরে অন্তত একটি হইতে হইবে।

৯। সেক্রেটারী, মহিলা বিভাগ, মহিলা মজলিসে শূরার অধিবেশন আহ্বান করিবেন।

১০। মহিলা মজলিসে শূরার সদস্যা সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে অধিবেশনের কোরাম হইবে।

১১। সেক্রেটারী, মহিলা বিভাগ, মহিলা মজলিসে শূরার অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব করিবেন।

১২। মহিলা মজলিসে শূরার গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহ উপজিলা/থানা আমীরের নিকট পেশ করিতে হইবে।

১৩। উপজিলা/থানা মহিলা মজলিসে শূরায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য উপজিলা/থানা মহিলা মজলিসে শূরার ভোটে উপজিলা/থানা মহিলা কর্মপরিষদ নির্বাচিত হইবে।

১৪। উপজিলা/থানা মহিলা মজলিসে শূরার প্রত্যেক নির্বাচনের পর উপজিলা/থানা মহিলা কর্মপরিষদ নূতন করিয়া নির্বাচিত হইবে।

১৫। উপজিলা/থানা মহিলা কর্মপরিষদের সদস্যাগণ উপজিলা/থানা আমীর বা তাঁর প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

১৬। সেক্রেটারী, মহিলা বিভাগ যখনই প্রয়োজনবোধ করিবেন উপজিলা/থানা মহিলা কর্ম পরিষদের বৈঠক আহ্বান করিবেন।

১৭। উপজিলা/থানা মহিলা কর্মপরিষদ সদস্যাগণের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে বৈঠকের কোরাম হইবে।

১৮। সেক্রেটারী, মহিলা বিভাগ উপজিলা/থানা মহিলা কর্মপরিষদের বৈঠকে সভানেত্রীত্ব করিবেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পঞ্চম অধ্যায়

পদচ্যুতি, বহিষ্কার ও বহিষ্কার পদ্ধতি, অধঃস্তন সংগঠন সাসপেন্ড করা বা ভাঙ্গিয়া দেওয়া ও জামায়াতে মতবিরোধের সীমা

পদচ্যুতি, বহিষ্কার ও বহিষ্কার পদ্ধতি

ধারা-৫৪

১। পদচ্যুতি

নিম্নে উল্লিখিত অবস্থায় মজলিসে শূরার যে কোন সদস্যের (কেন্দ্রীয় কিংবা অধঃস্তন) সদস্যপদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে ঃ-

(ক) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর সদস্য (রুকন) না থাকিলে, অথবা

(খ) সংশ্লিষ্ট মজলিসের পর পর দুটি অধিবেশনে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকিলে, অথবা

(গ) মজলিসের সদস্যপদ হইতে ইস্তফা দিলে এবং সংশ্লিষ্ট আমীর সেই ইস্তফা মঞ্জুর করিলে, অথবা

(ঘ) নির্বাচনী এলাকা সদস্যগণের (রুকনগণের) দুই-তৃতীয়াংশ তাঁহার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করিলে, অথবা

(ঙ) নির্বাচনী এলাকা হইতে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হইলে, অথবা

(চ) জামায়াতের বিঘোষিত নীতির বিপরীত কোন কাজ করিলে।

(ছ) দেশের স্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করিলে।

২। বহিষ্কার

আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের পরামর্শক্রমে জামায়াতের যে কোন সদস্যকে (রুকনকে) জামায়াত হইতে বহিষ্কার করিতে পারিবেন যদি-

(ক) কোন সদস্য (রুকন) জামায়াতের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও জামায়াতের নীতিসমূহের পরিপন্থী কাজ করেন, অথবা

(খ) এমন কোন কাজ করেন যাহাতে জামায়াতের নৈতিক প্রভাব ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা জামায়াতের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়, অথবা

(গ) জামায়াতের কাজে কোন প্রকার আগ্রহ না রাখেন এবং বার বার তাকিদ করা সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয় থাকেন, অথবা

(ঘ) স্বীয় সদস্যপদের (রুকনিয়াতের) শপথ মৌখিক বা কার্যতঃ ভঙ্গ করেন।

৩। বহিষ্কার পদ্ধতি

(ক) কোন জিলা আমীর নিজস্বভাবে কিংবা কোন অধঃস্তন আমীরের রিপোর্ট অনুযায়ী জিলার কোন সদস্যকে (রুকনকে) এই ধারার ২নং উপ-ধারায় বর্ণিত কারণে জামায়াত হইতে বহিষ্কার করা অপরিহার্য মনে করিলে তিনি উক্ত বিষয়টি অনতিবিলম্বে জিলা মজলিসে শূরা কিংবা জিলা সদস্য (রুকন) বৈঠকের সিদ্ধান্ত সহকারে আমীরে জামায়াতের নিকট পেশ করিবেন।

(খ) বহিষ্কারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমীরে জামায়াত নির্বাহী পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া করিবেন।

(গ) অবশ্য জিলা আমীর উপরিউক্ত যে কোন কারণে কোন ব্যক্তির সদস্যপদ (রুকনিয়াত) জিলা মজলিসে শূরা বা জিলা সদস্য (রুকন) বৈঠকের সহিত পরামর্শ করিয়া অনধিক তিন মাসের জন্য মুলতবী করিতে পারিবেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সংশোধিত না হইলে তাঁহার মুলতবীকাল বৃদ্ধি করিয়া আমীরে জামায়াতের নিকট বহিষ্কারের সুপারিশ প্রেরণ করিবেন।

অধঃস্তন সংগঠন সাসপেন্ড করা বা ভাঙ্গিয়া দেওয়া

ধারা-৫৫

জামায়াতের প্রয়োজন ও কল্যাণ বিবেচনায় আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া কোন অধঃস্তন সংগঠনকে সাসপেন্ড করিতে কিংবা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ধারা-৫৬

অধঃস্তন কোন সংগঠনকে সাসপেন্ড করা, ভাঙ্গিয়া দেওয়া কিংবা কোন সদস্যকে (রুকনকে) বহিষ্কার করা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের বিবরণ কেন্দ্রীয় মজিলসে শূরায় পরবর্তী অধিবেশনে পেশ করিতে হইবে।

জামায়াতে মতবিরোধের সীমা

ধারা-৫৭

জামায়াতের কোন সদস্য (রুকন) জামায়াতের গঠনতন্ত্রের আনুগত্য করিয়া চলিবার ওয়াদায় স্থির থাকিলে, কিন্তু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের বাস্তব নিয়ম-পদ্ধতির ব্যাপারে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি জামায়াতের বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্নরূপ হইলে, তাঁহাকে জামায়াতের মধ্যে নিম্নলিখিত রীতি-নীতিসমূহ যথাযথরূপে মানিয়া চলিতে হইবে ঃ-

১। জামায়াতের সদস্য (রুকন) বৈঠকে তিনি ভিন্নমত প্রকাশের পূর্ণ অধিকারী হইবেন। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে প্রেস, পত্রিকা ও সাধারণ সভার প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করিবার কোন অধিকার তাঁহার থাকিবে না। উপরন্তু এক একজন সদস্যের (রুকনের) সহিত গোপন পরামর্শ করিবার অধিকারও তাঁহার থাকিবে না।

২। সংখ্যাধিক্যের ফায়সালাকে জামায়াতের ফায়সালা হিসাবে মানিয়া লইতে ও তদনুযায়ী কাজ করিতে তিনি বাধ্য থাকিবেন। অবশ্য নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিয়া সংশ্লিষ্ট বৈঠকে উহা পরিবর্তনের চেষ্টা করিবার অধিকার তাঁহার থাকিবে।

৩। কোন সদস্য (রুকন) জামায়াতের গৃহীত কোন সিদ্ধান্তের সহিত তাঁহার দ্বিমতের কথা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থার বাহিরে প্রকাশ করিলে, তিনি জামায়াতের এমন পদে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না, যাহার কর্তব্যই হইতেছে জামায়াতের পলিসি বাস্তবায়ন কিংবা উহার ব্যাখ্যাদান করা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাইতুলমাল

ধারা-৫৮

১। জামায়াতের প্রত্যেক সাংগঠনিক স্তরে বাইতুলমাল থাকিবে। অবশ্য কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা কোন সংগঠনের পৃথক বাইতুলমাল কায়েম করা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে সেইরূপ নির্দেশ দিতে পারিবে।

২। কেন্দ্রীয় বাইতুলমালের শৃঙ্খলা বিধানের যাবতীয় ক্ষমতা আমীরে জামায়াতের থাকিবে।

৩। অধঃস্তন সংগঠনের বাইতুলমালের শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট আমীরের থাকিবে।

বাইতুলমালের আয়ের উৎস

ধারা-৫৯

জামায়াতের বাইতুলমালের আয়ের উৎস নিম্নরূপ হইবে ঃ

১। জামায়াতের সদস্য (রুকন), কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত-

(ক) মাসিক ইয়ানত (নিয়মিত মাসিক সাহায্য)

(খ) যাকাত ও উশর; (যাকাত ও উশর হইতে প্রাপ্ত অর্থ জামায়াতের কল্যাণ তহবিলে জমা হইবে এবং শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় ব্যয় হইবে)।

(গ) এককালীন দান।

২। অধঃস্তন সংগঠন হইতে প্রাপ্ত নির্ধারিত মাসিক আয়।

৩। জামায়াতের নিজস্ব প্রকাশনীর মুনাফা।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বাইতুলমালের অর্থ ব্যয়

ধারা-৬০

১। প্রত্যেক বাইতুলমাল সংশ্লিষ্ট জামায়াতের আমীরের অধীনে থাকিবে। জামায়াতের কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট আমীর স্বীয় বাইতুলমাল হইতে অর্থ ব্যয় করিবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু প্রত্যেক আমীর উর্ধ্বতন আমীর এবং সংশ্লিষ্ট মজলিসে শূরা কিংবা সদস্যগণের (রুকনগণের) নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য থাকিবেন।

২। আমীরে জামায়াত বাইতুলমালের আয়-ব্যয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নিকট দায়ী থাকিবেন।

৩। কেন্দ্রীয় ও জিলা জামায়াতের বাইতুলমালের হিসাব প্রতি বৎসর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা কর্তৃক নিযুক্ত অডিটর দ্বারা পরীক্ষা করাইতে হইবে এবং অডিট রিপোর্ট কেন্দ্রীয় শূরায় পেশ করিতে হইবে। জিলা বাইতুলমালের অডিট রিপোর্ট জিলা শূরাতেও পেশ করিতে হইবে।

৪। উপজিলা/থানা ও ইহার অধঃস্তন বাইতুলমালসমূহ অডিটের জন্য জিলা আমীরগণ সংশ্লিষ্ট মজলিসে শূরার সহিত পরামর্শ করিয়া অডিটর নিয়োগ করিবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট করাইয়া রিপোর্ট জিলা মজলিসে শূরা এবং স্ব-স্ব শূরাতে পেশ করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

সমালোচনা, জিজ্ঞাসাবাদ ও কার্যবিধি প্রণয়ন

ধারা-৬১

১। জামায়াতের প্রত্যেক সদস্য (রুকন) কেন্দ্রীয় সদস্য (রুকন) সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সংগঠন, জিলা সদস্য (রুকন) সম্মেলনে জিলা সংগঠন, উপজিলা/থানা সদস্য (রুকন) সম্মেলনে উপজিলা/থানা সংগঠন এবং ইউনিয়ন/পৌরসভা সদস্য (রুকন) সম্মেলনে ইউনিয়ন/পৌরসভা শাখা সংগঠনের কার্যাবলী সম্পর্কে সমালোচনা ও জিজ্ঞাসাবাদ করিবার অধিকারী হইবেন। তবে শর্ত এই যে, তাহাতে শরীয়াত ও নৈতিকতার সীমা লঙ্ঘন এবং জামায়াতের পক্ষে ক্ষতিকর কোন পন্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

২। আমীরে জামায়াত কিংবা কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা কিংবা কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের ফায়সালা সম্পর্কে কোন সদস্যের (রুকনের) আপত্তি কিংবা জিজ্ঞাসা থাকিলে-

(ক) তিনি উহা কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা কিংবা কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের কোন সদস্যের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা কিংবা কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদে পেশ করিতে পারিবেন।

(খ) সদস্য (রুকন) সম্মেলনে তিনি নিজে উহা পেশ করিতে পারিবেন। তবে সদস্য (রুকন) সম্মেলনের তারিখ ঘোষণার পর দশ দিনের মধ্যে উক্ত জিজ্ঞাসা কিংবা আপত্তি লিখিতভাবে সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট পেশ করিতে হইবে।

৩। সদস্য (রুকন) সম্মেলনে সমালোচনা ও জিজ্ঞাসাবাদ এবং আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপন ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যবিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার থাকিবে।

ধারা-৬২

এই গঠনতন্ত্রের লক্ষ্য হাসিল করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যবিধি কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অনুমোদন সাপেক্ষে আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রণয়ন করিবেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অষ্টম অধ্যায়

নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় ও শপথ

নির্বাচন কমিশন

ধারা-৬৩

১। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা কর্তৃক নির্ধারিত বিধি মুতাবিক কেন্দ্রীয় ও জিলা পর্যায়ে নির্বাচন পরিচালনার জন্য উক্ত মজলিসে শূরা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রধান নির্বাচন পরিচালক ও চারজন সহকারী নির্বাচন পরিচালক সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন গঠিত হইবে।

২। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার প্রত্যেক নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন নূতনভাবে গঠিত হইবে।

৩। উপজিলা/থানা ও ইহার অধঃস্তন পর্যায়ে নির্বাচন পরিচালনার জন্য জিলা মজলিসে শূরা কর্তৃক মনোনীত একজন নির্বাচন পরিচালক ও দুইজন সহকারী নির্বাচন পরিচালক সমন্বয়ে জিলা নির্বাচন কমিশন গঠিত হইবে।

৪। জিলা মজলিসে শূরার প্রত্যেক নির্বাচনের পর জিলা নির্বাচন কমিশন নূতনভাবে গঠিত হইবে।

নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়

ধারা-৬৪

১। জামায়াতের সকল সাংগঠনিক স্তরে যে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন কিংবা নিযুক্তিকালে ব্যক্তির দ্বীনি ইলম, আল্লাহ ভীতি, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি আনুগত্য, আমানতদারী, অনড় মনোবল, কর্মে দৃঢ়তা, দূরদৃষ্টি, বিশ্লেষণ শক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি, প্রশস্ত চিত্ততা, সুন্দর ব্যবহার, মেজাজের ভারসাম্য, দেশপ্রেম, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বিধানের যোগ্যতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে।

২। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন পদের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হওয়া বা ইহার জন্য চেষ্টা করা উক্ত পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত হওয়ার জন্য অযোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

শপথ

ধারা-৬৫

জামায়াতের সদস্যগণ (রুকনগণ) এবং বিভিন্ন দায়িত্বে নির্বাচিত, মনোনীত কিংবা নিযুক্ত ব্যক্তিগণ নিম্ন পদ্ধতিতে শপথ গ্রহণ করিবেন ঃ-

১। সদস্যপদ (রুকনিয়াত) লাভের পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই গঠনতন্ত্রের ১নং পরিশিষ্টে প্রদত্ত শপথনামা অনুসারে আমীরে জামায়াত অথবা তাঁহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে শপথ গ্রহণ করিবেন।

২। ইউনিয়ন/পৌরসভা আমীর নির্বাচিত হইবার পর এই গঠনতন্ত্রের ২নং পরিশিষ্টে প্রদত্ত শপথনামা অনুসারে জিলা আমীর বা তাঁহার প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

৩। উপজিলা/থানা ও জিলা আমীর নির্বাচিত হইবার পর এই গঠনতন্ত্রের ২নং পরিশিষ্টে প্রদত্ত শপথনামা অনুসারে আমীরে জামায়াত বা তাঁহার প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

৪। আমীরে জামায়াত নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নির্বাচিত সদস্যগণের উপস্থিতিতে এই গঠনতন্ত্রের ২নং পরিশিষ্টে শপথনামা অনুসারে প্রধান নির্বাচন পরিচালকের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

৫। নায়েবে আমীর নিযুক্তি লাভের পর এই গঠনতন্ত্রের ২নং পরিশিষ্টে প্রদত্ত শপথনামা অনুসারে সংশ্লিষ্ট আমীরের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

৬। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্যগণ কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার উদ্বোধনী অধিবেশনে এই গঠনতন্ত্রের ৩নং পরিশিষ্টে প্রদত্ত শপথনামা অনুসারে আমীরে জামায়াতের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

৭। সেক্রেটারী জেনারেল, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য, জিলা সেক্রেটারী, জিলা কর্মপরিষদ সদস্য, উপজিলা/থানা সেক্রেটারী ও উপজিলা/থানা কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ এই গঠনতন্ত্রের ৪নং পরিশিষ্টে প্রদত্ত শপথনামা অনুসারে সংশ্লিষ্ট আমীরের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৮। অধঃস্তন মজলিসে শূরাসমূহের সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট মজলিসে শূরার উদ্বোধনী অধিবেশনে এই গঠনতন্ত্রের ৫নং পরিশিষ্টে প্রদত্ত শপথনামা অনুসারে সংশ্লিষ্ট আমীরের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

৯। প্রধান নির্বাচন পরিচালক এবং সহকারী নির্বাচন পরিচালকগণ এই গঠনতন্ত্রের ৬নং পরিশিষ্টে প্রদত্ত শপথনামা অনুসারে আমীরে জামায়াতের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

১০। জিলার অধঃস্তন সংগঠনের নির্বাচন পরিচালনার জন্য নিযুক্ত নির্বাচন পরিচালকগণ এই গঠনতন্ত্রের ৬নং পরিশিষ্টে প্রদত্ত শপথনামা অনুসারে জিলা আমীরের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

১১। মহিলা মজলিসে শূরার সদস্যগণ এই গঠনতন্ত্রের ৭নং পরিশিষ্টে প্রদত্ত শপথনামা অনুসারে সংশ্লিষ্ট আমীরের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

১২। মহিলা কর্মপরিষদের সদস্যগণ এই গঠনতন্ত্রের ৮নং পরিশিষ্টে প্রদত্ত শপথনামা অনুসারে সংশ্লিষ্ট আমীরের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

১৩। অমুসলিম সদস্য/সদস্যাগণ এই গঠনতন্ত্রের ৯নং পরিশিষ্টে প্রদত্ত শপথনামা অনুসারে আমীরে জামায়াত বা তাঁহার প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন।

নবম অধ্যায়
গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা, সংশোধন ও প্রয়োগ

গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা

ধারা-৬৬

এই গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপধারার ব্যাখ্যায় মতবিরোধ দেখা দিলে অথবা অধিকতর স্পষ্ট ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইলে বিষয়টি আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশনে পেশ করিবেন এবং মজলিসে শূরার উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাধিক্যের মতই সংশ্লিষ্ট ধারা বা উপধারার চূড়ান্ত ব্যাখ্যা বলিয়া গণ্য হইবে।

গঠনতন্ত্রের সংশোধন

ধারা-৬৭

১। জামায়াতের কোন সদস্য (রুকন) এই গঠনতন্ত্রের কোন সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলে তাহা প্রস্তাব আকারে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার কোন সদস্যের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় পেশ করিতে পারিবেন এবং আমীরে জামায়াত বা কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার কোন সদস্যও অনুরূপ প্রস্তাব পেশ করিতে পারিবেন। উল্লেখ্য যে, যে কোন সদস্য (রুকন) গঠনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব সরাসরি কেন্দ্রে পাঠাইতে পারিবেন।

২। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার উপস্থিত সদস্যগণের এক-চতুর্থাংশ সদস্য উক্ত প্রস্তাব আলোচনার জন্য গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করিলে তাহা আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। সংশোধনী প্রস্তাব আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশনে এই বিষয়ে আলোচনা শুরু হইতে পারিবে এবং মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে প্রস্তাবিত সংশোধনী গৃহীত হইবে।

প্রয়োগ

ধারা-৬৮

১। অদ্য ২৮শে জামাদিউস সানী-১৩৯৯ হিজরী, ২৬শে মে-১৯৭৯ ঈসায়ী, ১১ই জ্যৈষ্ঠ-১৩৮৬ সাল, শনিবার সদস্য (রুকন) সম্মেলনে এই গঠনতন্ত্র গৃহীত হইল।

২। এই গঠনতন্ত্র ১লা রজব-১৩৯৯ হিজরী, ২৮শে মে-১৯৭৯ ঈসায়ী, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ-১৩৮৬ সাল, সোমবার হইতে কার্যকর হইবে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিশিষ্ট-১

সদস্যপদের (রুকনিয়াতের) শপথনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি ..... পিতা/স্বামী.....

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর গঠনতন্ত্রে বর্ণিত আক্বীদা উহার ব্যাখ্যাসহকারে ভালভাবে বুঝিয়া লওয়ার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রাখিয়া পূর্ণ দায়িত্ববোধের সহিত সাক্ষ্য দিতেছি যে-

১। আমি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উহার ব্যাখ্যাসহকারে ভালভাবে বুঝিয়া লওয়ার পর অঙ্গীকার করিতেছি যে, দুনিয়ায় সামগ্রিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবজাতির কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদর্শিত দ্বীন কায়েমের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সাফল্য অর্জন করাই আমার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য হাসিলের প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য আমি খালিসভাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হইতেছি।

২। আমি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র বুঝিয়া লওয়ার পর ওয়াদা করিতেছি যে, আমি-

(ক) এই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জামায়াতের নিয়ম-শৃঙ্খলা পূর্ণরূপে মানিয়া চলিব;

(খ) সর্বদাই শরীয়ত নির্ধারিত ফরয-ওয়াজিবসমূহ রীতিমত আদায় করিব এবং কবীরা গুনাহসমূহ হইতে বিরত থাকিব;

(গ) আল্লাহর নাফরমানীর পর্যায়ে পড়ে উপার্জনের এমন কোন উপায় গ্রহণ করিব না;

(ঘ) এমন কোন পার্টি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক রাখিব না, যাহার মূলনীতি এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ইসলামের আকীদা এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং কর্মনীতির পরিপন্থী।

আল্লাহ আমাকে এই ওয়াদা পালনের তওফীক দান করুন। আমীন।

দস্তখত.....
তারিখ.....

পরিশিষ্ট-২

আমীর/নায়েবে আমীরের শপথনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি ..... পিতা..... যাহাকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ..... জিলা/উপজিলা/থানা/ইউনিয়ন/পৌরসভার আমীর/নায়েবে আমীর নির্বাচিত/নিযুক্ত করা হইয়াছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রাখিয়া ওয়াদা করিতেছি যে, আমি-

১। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য ও আদেশ পালনকে সবকিছুর উপর অগ্রাধিকার দিব ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করিব;

২। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্য জান-প্রাণ দিয়া কাজ করাকে আমার প্রধানতম কর্তব্য মনে করিব;

৩। নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত স্বার্থ-সুবিধা অপেক্ষা জামায়াতের স্বার্থ ও উহার দায়িত্বসমূহকে অগ্রাধিকার দান করিব;

৪। জামায়াত সদস্যগণের (রুকনগণের) মধ্যে সর্বদাই নিরপেক্ষতা ও ইনসাফের ভিত্তিতে ফায়সালা করিব;

৫। জামায়াতের আমানতসমূহের পূর্ণ হিফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব;

৬। নিজে জামায়াতের গঠনতন্ত্র মানিয়া চলিব এবং তদনুযায়ী জামায়াতের সংগঠন ও শৃঙ্খলা কায়েম করিবার ও কায়েম রাখিবার জন্য পূর্ণমাত্রায় চেষ্টা করিব;

৭। জামায়াতের সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করিব;

আল্লাহ আমাকে এই ওয়াদা পালনের তওফীক দান করুন। আমীন।

দস্তখত.....
তারিখ.....

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিশিষ্ট-৩

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্যের শপথনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি ..... পিতা..... যাহাকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য নির্বাচিত/মনোনীত করিয়াছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রাখিয়া ওয়াদা করিতেছি যে, আমি-

১। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য ও আদেশ পালনকে সবকিছুর উপর অগ্রাধিকার দিব ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করিব;

২। আমীরে জামায়াত, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা এবং উহার প্রত্যেক সদস্য এই গঠনতন্ত্রে বর্ণিত আকীদা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং ইসলামী নীতির অনুসারী আছেন কি না তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিব;

৩। মজলিসের অধিবেশনসমূহ হইতে শরীয়ত সমর্থিত ওযর ব্যতীত কখনও অনুপস্থিত থাকিব না;

৪। সকল বিষয়ে নিজের ইলম ও বিবেক অনুযায়ী স্বীয় প্রকৃত মত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিব এবং এই ব্যাপারে কোন প্রকার দুর্বলতা প্রদর্শন করিব না;

৫। জামায়াতের ভিতরে স্বতন্ত্র গ্রুপ সৃষ্টির কাজ হইতে বিরত থাকিব এবং কাহাকেও অনুরূপ কাজে লিপ্ত দেখিলে উপেক্ষা না করিয়া তাহার সংশোধন করিবার জন্য চেষ্টা করিব;

৬। জামায়াতের সংগঠন ও উহার কাজে যেখানে যে দোষত্রুটি লক্ষ্য করিব, তাহা দূর করিবার জন্য পূর্ণমাত্রায় চেষ্টা করিব।

আল্লাহ আমাকে এই ওয়াদা পালনের তওফীক দান করুন। আমীন।

দস্তখত.....
তারিখ.....

পরিশিষ্ট-৪

সেক্রেটারী জেনারেল, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য, জিলা সেক্রেটারী, জিলা কর্মপরিষদ সদস্য ও উপজিলা/থানা সেক্রেটারী, উপজিলা/থানা কর্মপরিষদ সদস্যের শপথনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি....., পিতা.....যাহাকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল/সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল/কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য/কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য/জিলা সেক্রেটারী/জিলা কর্মপরিষদ সদস্য/উপজিলা/ থানা সেক্রেটারী, কর্মপরিষদ সদস্য নির্বাচিত/মনোনীত করা হইয়াছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রাখিয়া ওয়াদা করিতেছি যে, আমি-

১। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য ও আদেশ পালনকে সবকিছুর উপর অগ্রাধিকার দিব ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করিব;

২। জামায়াতের গঠনতন্ত্রের অনুসারী ও বাধ্য থাকিব;

৩। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল/সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল / কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য / কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য/ জিলা সেক্রেটারী/ জিলা কর্মপরিষদ সদস্য/ উপজিলা/ থানা সেক্রেটারী/উপজিলা/থানা কর্মপরিষদ সদস্য হিসাবে স্বীয় কর্তব্য ও দায়িত্বসমূহ পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বাসপরায়ণতা সহকারে সম্পন্ন করিব।

৪। জামায়াতের সংগঠন ও উহার কাজে যেখানে যে দোষত্রুটি লক্ষ্য করিব, তাহা দূর করিবার জন্য পূর্ণমাত্রায় চেষ্টা করিব।

আল্লাহ আমাকে এই ওয়াদা পালনের তওফীক দান করুন। আমীন।

দস্তখত.....
তারিখ.....

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিশিষ্ট-৫

অধঃস্তন সংগঠনের মজলিসে শূরা সদস্যের শপথনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি ....., পিতা..... যাহাকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর..... জিলা/..... উপজিলা/ থানা/ ইউনিয়ন/ পৌরসভা জিলা/উপজিলা/ থানা/ইউনিয়ন/পৌরসভা মজলিসে শূরার সদস্য নির্বাচিত/মনোনীত করিয়াছেন,

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রাখিয়া ওয়াদা করিতেছি যে, আমি-

১। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য ও আদেশ পালনকে সবকিছুর উপর অগ্রাধিকার দিব ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করিব;

২। জিলা/উপজিলা/থানা/ইউনিয়ন/পৌরসভা আমীর, মজলিসে শূরা ও উহার প্রত্যেক সদস্য এই গঠনতন্ত্রে বর্ণিত আক্বীদা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং ইসলামী নীতির অনুসারী আছেন কিনা তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিব;

৩। মজলিসের অধিবেশনসমূহ হইতে শরীয়ত সমর্থিত ওযর ব্যতীত কখনও অনুপস্থিত থাকিব না;

৪। সকল বিষয়ে নিজের ইলম ও বিবেক অনুযায়ী স্বীয় প্রকৃত মত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিব এবং এই ব্যাপারে কোন প্রকার দুর্বলতা প্রদর্শন করিব না;

৫। জামায়াতের ভিতরে স্বতন্ত্র গ্রুপ সৃষ্টির কাজ হইতে বিরত থাকিব এবং কাহাকেও অনুরূপ কাজে লিপ্ত দেখিলে উপেক্ষা না করিয়া তাহার সংশোধন করিবার জন্য চেষ্টা করিব;

৬। জামায়াতের সংগঠন ও উহার কাজে যেখানে যে দোষত্রুটি লক্ষ্য করিব, তাহা দূর করিবার জন্য পূর্ণমাত্রায় চেষ্টা করিব।

আল্লাহ আমাকে এই ওয়াদা পালনের তওফীক দান করুন। আমীন।

দস্তখত.....
তারিখ.....

পরিশিষ্ট-৬

প্রধান-সহকারী নির্বাচন পরিচালকের শপথনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি....., পিতা.....যাহাকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর..... প্রধান/ সহকারী নির্বাচন পরিচালক নিযুক্ত করা হইয়াছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রাখিয়া ওয়াদা করিতেছি যে-

১। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য ও আদেশ পালনকে সবকিছুর উপর অগ্রাধিকার দিব ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করিব;

২। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে নিজের বা অপর কাহারও ব্যক্তিগত স্বার্থ-সুবিধা অপেক্ষা জামায়াতের স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দান করিব;

৩। নিরপেক্ষতা ও ইনসাফ সহকারে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিব;

৪। জামায়াতের গঠনতন্ত্রের অনুসারী ও বাধ্য থাকিব;

৫। জামায়াতের যাহা কিছু আমানত আমার নিকট অর্পণ করা হইবে তাহার পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করিব।

আল্লাহ আমাকে এই ওয়াদা পালনের তওফীক দান করুন। আমীন।

দস্তখত.....
তারিখ.....

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিশিষ্ট-৭

মহিলা মজলিসে শূরা সদস্যের শপথনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি.....,স্বামী/পিতা .....যাহাকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয়/..... জিলা/..... উপজিলা/থানা মহিলা মজলিসে শূরা সদস্য নির্বাচিত/ মনোনীত করা হইয়াছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রাখিয়া ওয়াদা করিতেছি যে, আমি-

১। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য ও আদেশ পালনকে সবকিছুর উপর অগ্রাধিকার দিব ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করিব;

২। আমীরে জামায়াত/ জিলা আমীর/ উপজিলা/ থানা আমীর, মহিলা মজলিসে শূরা ও উহার সদস্যগণ এই গঠনতন্ত্রে বর্ণিত আক্বীদা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং ইসলামী নীতির অনুসারী আছেন কিনা তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিব।

৩। মহিলা মজলিসে শূরার অধিবেশনসমূহ হইতে শরীয়ত সমর্থিত ওযর ব্যতীত কখনও অনুপস্থিত থাকিব না।

৪। সকল বিষয়ে নিজের ইলম ও বিবেক অনুযায়ী স্বীয় প্রকৃত মত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিব এবং এই ব্যাপারে কোন প্রকার দুর্বলতা প্রদর্শন করিব না।

৫। জামায়াতের সংগঠন ও উহার কাজে যেখানে যে দোষত্রুটি লক্ষ্য করিব, তাহা দূর করিবার জন্য পূর্ণমাত্রায় চেষ্টা করিব।

আল্লাহ আমাকে এই ওয়াদা পালনের তওফীক দান করুন। আমীন।

দস্তখত.....
তারিখ.....

পরিশিষ্ট-৮

মহিলা কর্মপরিষদ সদস্যের শপথনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি....., স্বামী/পিতা.....যাহাকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয়/ জিলা/ উপজিলা/থানা মহিলা কর্মপরিষদের সদস্য নির্বাচিত করা হইয়াছে/ সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হইয়াছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রাখিয়া ওয়াদা করিতেছি যে, আমি-

১। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য ও আদেশ পালনকে সবকিছুর উপর অগ্রাধিকার দিব ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করিব;

২। জামায়াতের গঠনতন্ত্রের অনুসারী ও বাধ্য থাকিব,

৩। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় জিলা/উপজিলা/থানা মহিলা কর্মপরিষদের সদস্য হিসাবে স্বীয় কর্তব্য ও দায়িত্বসমূহ পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বাসপরায়ণতা সহকারে সম্পন্ন করিব।

৪। জামায়াতের সংগঠন ও উহার কাজে যেখানে যে দোষত্রুটি লক্ষ্য করিব, তাহা দূর করিবার জন্য পূর্ণমাত্রায় চেষ্টা করিব।

আল্লাহ আমাকে এই ওয়াদা পালনের তওফীক দান করুন। আমীন।

দস্তখত.....
তারিখ.....

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিশিষ্ট-৯

অমুসলিম সদস্য/সদস্যার শপথনামা

আমি....., পিতা/স্বামী.....
সৃষ্টিকর্তাকে সাক্ষী রাখিয়া পূর্ণ দায়িত্ববোধের সহিত শপথ গ্রহণ করিতেছি যে, আমি-

১। আমি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সদস্য/সদস্যা হিসেবে জামায়াতের নিয়ম শৃংখলা ও সিদ্ধান্তসমূহ নিষ্ঠার সাথে মানিয়া চলিব;

২। জামায়াতের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দান করিব।

৩। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিবার জন্য একনিষ্ঠভাবে ভূমিকা পালন করিব।

৪। উপার্জনে অবৈধপন্থা অবলম্বন করিব না।

মহান সৃষ্টিকর্তা আমাকে আমার এই শপথ কার্যকর করিবার শক্তি দান করুন।

স্বাক্ষর.....
তারিখ.....

পরিশিষ্ট-১০

১। জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০০৮ এর রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী গঠনতন্ত্রের ত্রয়োদশতম সংশোধনী প্রস্তাবসহ গঠনতন্ত্র সংযুক্ত করা হইল।
উল্লেখ্য যে, ৯ম জাতীয় সংসদ অধিবেশন বসার পর ছয় মাসের মধ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নির্ধারিত ফোরামে উক্ত প্রস্তাবনা বিবেচনা করিয়া অনুমোদন করা হইবে।

২। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সকল পর্যায়ের কমিটিসমূহে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত ২০২০ সালের মধ্যে শতকরা ৩৩% মহিলা সদস্য সম্পৃক্ত করা হইবে।

উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় জিলা/উপজিলা ও ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ে অধিকাংশ কমিটিতে প্রায় ২৫% মহিলা সদস্য সম্পৃক্ত করা হইয়াছে।

ঃ # ঃ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com